বাংলা সাজেশন্স

মূলভাব, উদ্ধৃতি, চরণ ও সংলাপ ব্যাখ্যা (গদ্য, পদ্য ও সহপাঠ)

❑ গদ্য অংশ:

অপরিচিতা

১. 'অপরিচিতা' গল্পের মূলভাব দশ বাক্যে লেখ।
২. ধনীর কন্যা মামার পছন্দ নয় কেন? বুঝিয়ে লেখ।
৩. "সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মত"-উক্তিটির তাৎপর্য কী? [DU-B: 2021-22]
৪. 'অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট ভাইটি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
৫. অনুপমকে তার পণ্ডিতমশায় শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সঙ্গে তুলনা করতেন কেন?
৬. কল্যাণী বিয়েতে রাজি হয়নি কেন?
৭. "ঠাট্টা করিতেছেন নাকি!"- কে, কাকে একথা কেন বলেছিল?
৮. "কন্যার পিতা মাত্রই স্বীকার করিবেন আমি সৎপাত্র"-উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
৯. 'একচক্ষু লণ্ঠন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [DU-B: 2021-22]
১০. 'দক্ষযজ্ঞ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? বুঝিয়ে লেখ।
১১. 'অন্তরতম' ও 'অনির্বচনীয়' শব্দ দুটির মাধ্যমে কথক কোন বিষয়টিকে নির্দেশ করেছেন? [DU-B: 2021-22]
১২. অনধিক পাঁচ বাক্যে 'আত্তামান দ্বীপ' সম্পর্কে লেখ।
১৩. 'মৃত্যুতে যে হাঁফ ছাড়িলেন, সেই তার প্রথম অবকাশ' ব্যাখ্যা কর।
১৪. 'অপরিচিতা' গল্পের নামকরণের সার্থকতা অনধিক দশ বাক্যে লেখ।
১৫. শম্ভুনাথ বাবুর নির্জীব ভাব দেখে অনুপমের মামা খুশি হলেন কেন?
১৬. 'মামা অনুপমদের সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী' কেন? ব্যাখ্যা কর।

বিলাসী

১. 'বিলাসী' গল্পের মূলভাব অনধিক দশবাক্যে লেখ।
২. "ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মতো।" -ব্যাখ্যা কর।
৩. "বুক যদি কিছুতে ফাটে তো সে এই মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে।"-বিষয়টি বুঝিয়ে লেখ।
৪. "অন্নপাপ, বাপরে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে।"-ব্যাখ্যা কর।
৫. "অতিকায় হস্তি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে।" বুঝিয়ে লেখ।
৬. মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতি খুড়োর বৈরী মনোভাবের কারণ কী?
৭. "সাপের বিষ যে বাঙালির বিষ নয়, তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম।"-উক্তিটি সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।
৮. "ওরে বাপরে! আমি একলা থাকতে পারবো না।"-উক্তিটি সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।
৯. "ইহা আর একটি শক্তি"-বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
১০. "তাহার বয়স আঠারো কি আঠাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না।" -উক্তিটি সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।

আমার পথ

১. 'আমার পথ' প্রবন্ধের মূলভাব অনধিক দশবাক্যে লেখ।
২. "পরাবলম্বনই আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেললে"- বুঝিয়ে লেখ।
৩. 'যার ভিতরে ভয়, সে-ই বাইরে ভয় পায়'- ব্যাখ্যা কর।
৪. 'অভিশাপ রথের সারথি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
৫. 'আমার কর্ণধার আমি' কথাটি বুঝিয়ে লেখ।
৬. 'ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই সত্যকে পাওয়া যায়'- ব্যাখ্যা কর।
৭. 'মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম'- বুঝিয়ে লেখ।
৮. 'একেই বলে সবচেয়ে বড় দাসত্ব'- বুঝিয়ে লেখ।
৯. 'স্পষ্ট কথা বলায় একটা অবিনয় থাকে' - কেন?
১০. মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে অনধিক পাঁচ বাক্যে লেখ।

মানব-কল্যাণ

১. 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের মূলভাব অনধিক দশবাক্যে লেখ।
২. মানব-কল্যাণ বলতে কী বোঝ?
৩. মানুষ মানব কল্যাণকে বড় করে দেখে না কেন?-ব্যাখ্যা কর।
৪. "ওপরের হাত সব সময় নিচের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ।" উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।
৫. রাষ্ট্র কীভাবে জাতির যৌথ জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে? ব্যাখ্যা কর।
৬. ভিক্ষা চাইতে আসা লোকটিকে নবি কুড়াল কিনে দিয়েছিলেন কেন? -ব্যাখ্যা কর।
৭. "আমরা আজ চরম স্ববিরোধিতার যুগে বাস করছি।"-কীভাবে? সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।
৮. লেখক অনুগ্রহকারী এবং অনুগৃহীতের সম্পর্কে কী বলেছেন?
৯. কোন ধরনের মানবকল্যাণকে লেখক নিন্দা জানিয়েছেন?
১০. "সত্যিকারের মানব-কল্যাণ মহৎ চিন্তা-ভাবনারই ফসল"-ব্যাখ্যা কর।

মাসি-পিসি

১. 'মাসি-পিসি' গল্পের মূলভাব দশবাক্যে লেখ।
২. আহ্লাদিকে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসতে হয় কেন?
৩. "বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো"- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
৪. 'অতি সন্তর্পনে তারা বিছানা থেকে ওঠে - কেন?
৫. 'ছেলের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়"- বুঝিয়ে লেখ।
৬. 'নিজেকে ছ্যাঁচড়া, নোংরা, নর্দমার মতো লাগে'- কার? সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।
৭. 'তাদের দুজনেরই এখন আহ্লাদি আছে' কেন বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
৮. 'কাঁথা কম্বলটা চুবিয়ে রাখি জলে' কেন? ব্যাখ্যা কর।
৯. কেন মাসি-পিসি কানাইয়ের সাথে কাছারিবাড়ি যেতে রাজি হয়নি? বুঝিয়ে লেখ।
১০. বাকি রাতটুকু মাসি-পিসি কীভাবে সতর্কতা অবলম্বন করে? ব্যাখ্যা কর।
১১. 'বুড়ো রহমান ছলছল চোখে তাকায় আহ্লাদির দিকে' - কেন বুঝিয়ে লেখ।
১২. 'যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি-পিসি' - ব্যাখ্যা কর।
১৩. "মরণ ঠেকাতেই ফুরিয়ে আসছে তাদের জীবনীশক্তি" - উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

বায়ান্নর দিনগুলো

১. বঙ্গবন্ধুরা অনশন করছিলেন কেন? বুঝিয়ে লেখ।
২. 'অনশন ধর্মঘট' বলতে বুঝ? ব্যাখ্যা কর।
৩. 'মানুষের যখন পতন আসে, তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।'- সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।
৪. ২১শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু কারাগারে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ছিলেন কেন?
৫. 'ভরসা হলো আর দমাতে পারবে না।'- উক্তিটি সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।
৬. বঙ্গবন্ধুরা কাগজি লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি খেতেন কেন?
৭. ফতোয়া দেওয়া মওলানারা কেন ভয় পেয়ে গিয়েছিল? বুঝিয়ে লেখ।
৮. 'বঙ্গবন্ধুরা জেল থেকে বের হতে দেরি করছিলেন কেন?
৯. বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তান সরকার মুক্তি দিয়েছিল কেন?
১০. 'আমলাতন্ত্র তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল'- উক্তিটি সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।
১১. বঙ্গবন্ধু একজন কয়েদিকে দিয়ে কয়েক টুকরো কাগজ আনালেন কেন?
১২. 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার মূলভাব অনধিক দশ বাক্যে লেখ।

CamScanner

রেইনকোট

১. 'রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইন্টার, আমাদের জেনারেল মনসুন'-উক্তিটি সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।
২. 'পাকিস্তান যদি বাঁচাতে হয় তো সকল স্কুল কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটাও।' - উক্তিটি সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।
৩. 'টুপির তেজ কি পানিতে লাগলো নাকি।' - উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।
৪. "মিন্টুটা রেইনকোট রেখে গিয়ে কী ভালোই যে করেছে।"-উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ। [DU-B: 2019-20]
৫. 'রেইনকোটে ঢোকার পর থেকে তার পা শিরশির করছে।' - কেন? বুঝিয়ে লেখ।
৬. 'যেন বৃষ্টি পড়ছে মিন্টুর রেইনকোটের উপর' - উক্তিটি সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।
৭. 'এগুলো হলো পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা' - উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।
৮. 'টুপির তেজ' বলতে কি বোঝানো হয়েছে? [DU-B: 2019-20]
৯. এখন ইসহাক মিয়াকে কেন মিলিটারির কর্নেল বললেও চলে? বুঝিয়ে লেখ।
১০. 'ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নতুন রূপে সে ভ্যাবাচ্যাকা খায়।' - বুঝিয়ে লেখ।
১১. 'মিসক্রিয়ান্ট' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
১২. 'ক্রাক-ডাউনের রাত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
১৩. 'রেইনকোট' গল্পের মূলভাব অনধিক দশ বাক্যে লেখ।
১৪. 'রেইনকোট' গল্পের নামকরণের সার্থকতা অনধিক দশ বাক্যে লেখ।
১৫. 'বর্ষাকালেই তো জুৎ' - সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।
১৬. নুরুল হুদার কাছে কোন বিষয়টি 'স্রেফ উৎপাত' বলে মনে হয়? বুঝিয়ে লেখ।

❑ পদ্য অংশ:

সোনার তরী

১. 'সোনার তরী' কবিতার মূলভাব অনধিক দশবাক্যে লেখ।
২. "কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।" - বুঝিয়ে লেখ।
৩. মাঝি কৃষককে একা রেখে চলে যায় কেন?
৪. 'চারি দিকে বাঁকা জল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
৫. "ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই—ছোট সে তরী"-চরণটি বুঝিয়ে লেখ।
৬. 'সোনার তরী' কবিতায় কবির জীবনদর্শনটি কী?
৭. ব্যক্তি মহাকালের নিষ্ঠুর করালগ্রাসের শিকার হন কেন?
৮. "ভরা পালে চলে যায়/কোনো দিকে নাহি চায়" ব্যাখ্যা কর।
৯. "ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা"-লাইনটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
১০. "'সোনার তরী' একটি চিত্ররূপময় কবিতা।"-বুঝিয়ে লেখ।

বিদ্রোহী

১. 'বিদ্রোহী' কবিতার মূলভাব অনধিক দশ বাক্যে লেখ।
২. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিয়ম-কানুন মানতে চান না কেন?
৩. "আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী" দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন?
৪. কবি নিজেকে মহা-প্রলয়ের নটরাজ বলেছেন কেন? ব্যাখ্যা কর।
৫. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি আমি শব্দটি বারবার ব্যবহার করেছেন কেন?
৬. "আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস"-কবি একথা বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।
৭. "আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার।"-চরণটি ব্যাখ্যা কর।
৮. "মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য"-চরণটি ব্যাখ্যা কর।
৯. "আমি হল বলরাম স্কন্ধে"-ব্যাখ্যা কর।
১০. "আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র-শিষ্য" ব্যাখ্যা কর।

প্রতিদান

১. 'প্রতিদান' কবিতার মূলভাব অনধিক দশবাক্যে লেখ।
২. কবিকে যে পর করেছে, তাকে আপন করার জন্য কেঁদে বেড়ান কেন?
৩. "কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনমভর।"-চরণটি ব্যাখ্যা কর।
৪. 'প্রতিদান' কবিতায় প্রতিদান হিসেবে কবি কী কী করতে চেয়েছেন?
৫. "আমি দেই তারে বুকভরা গান"-ব্যাখ্যা কর।

তাহারেই পড়ে মনে

১. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটির মূলভাব দশ বাক্যে লেখ।
২. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির কার কথা মনে পড়ে? কেন? বুঝিয়ে লেখ।
৩. 'পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে'- বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
৪. বসন্তের সৌন্দর্য কবির কাছে অর্থহীন কেন? বুঝিয়ে লেখ।
৫. 'কুহেলী উত্তরীতলে মাঘের সন্ন্যাসী' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
৬. "উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?"- উক্তিটি সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।
৭. 'তরী তার এসেছে কী? বেজেছে কি আগমনী গান?'- চরণটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
৮. 'যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই'- চরণটি সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।

আঠারো বছর বয়স

১. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূলভাব অনূর্ধ্ব দশ বাক্যে লেখ।
২. 'সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।'- দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
৩. 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।'- কবির এ প্রার্থনার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।
৪. 'এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা'- চরণটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
৫. 'তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা'- চরণটি ব্যাখ্যা কর।
৬. 'দুর্যোগে হাল ঠিক মতো রাখা ভার।'- চরণটি সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।
৭. 'বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে।'- বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
৮. 'এ বয়সে নেই কোনো সংশয়।'- চরণটি বুঝিয়ে লেখ।

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

১. অনধিক দশ বাক্যে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার মূলভাব লেখ।
২. 'একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং'- চরণটি ব্যাখ্যা কর।
৩. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় বর্ণমালাকে অবিনাশী বলা হয়েছে কেন?
৪. 'চতুর্দিকে মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ'- বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
৫. 'সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা'- চরণটি বুঝিয়ে লেখ।
৬. 'ফুল নয়, ওরা/শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ'- চরণটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
৭. 'ঘাতকের অশুভ আস্তানা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
৮. 'এ রঙের বিপরীত রং' বলতে কবিতায় কবি কী বুঝিয়েছেন?
৯. 'শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়'- চরণটি দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
১০. 'সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ'- চরণটি সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

১. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার মূলভাব দশ বাক্যে লেখ।
২. কবি সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখার কথা বলেছেন কেন?
৩. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
৪. 'জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা'- বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
৫. "সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা" বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
৬. "তার পিঠে রক্তজবার মত ক্ষত ছিল।"- কেন? সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।
৭. "আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি।" চরণটিতে 'বিচলিত স্নেহ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
৮. "ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়।" - বুঝিয়ে লেখ।

CamScanner

৯. "যে কবিতা শুনতে জানে না সে/আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে।" - কেন? ব্যাখ্যা কর।
১০. "কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।" - ব্যাখ্যা কর।
১১. "উনোনের আগুনে আলোকিত/একটি উজ্জ্বল জানালা" বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
১২. কবির পূর্ব পুরুষ কীসের কীসের কথা বলতেন?
১৩. 'যুদ্ধ আসে ভালোবেসে' এই চরণে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

❑ সহপাঠ:

লালসালু (উপন্যাস)

১. 'লালসালু' উপন্যাসের মূলভাব দশ বাক্যে লেখ।
২. "শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।"- উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।
৩. "ধান দিয়া কী হইব, মানুষের জান যদি না থাকে।"- উক্তিটি সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।
৪. "খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে।'- উক্তিটি সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।
৫. "তাগো কথা হুনলে পুরুষ মানুষ আর পুরুষ থাকে না, মেয়ে মানুষের অধম হয়।"- উক্তিটি কে, কাকে, কেন করে?
৬. "ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার মতো।"- কোন ব্যাপারটা ব্যাখ্যা কর।
৭. "শত্রুর আভাস পাওয়া হরিণীর চোখের মতোই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ" - ব্যাখ্যা কর।
৮. "বিশ্বাসের পাথরে যে খোদাই সে চোখ।"- উক্তিটি সপ্রসঙ্গ বুঝিয়ে লেখ।
৯. "গ্রামের লোকেরা যেন রহিমারই অন্য সংস্করণ।"- বুঝিয়ে লেখ।
১০. "যেন বিশাল সূর্যোদয় হয়েছে, আর সে আলোয় প্রদীপের আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।"- উক্তিটি প্রসঙ্গসহ ব্যাখ্যা কর।
১১. জমিলার মনে বিদ্রোহ জাগে কেন? বুঝিয়ে লেখ।
১২. তাহেরের বাপ নিরুদ্দেম হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ।
১৪. অন্যের আত্মার শক্তিকে মজিদের খাঁটি বিশ্বাস নেই কেন? বুঝিয়ে লেখ।
১৫. "মাজারটিই তার শক্তির কেন্দ্র।"- উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।
১৬. "এখন ঝড়েরর মুখে উড়ে চলা পাতা নয়, স্বচ্ছলতায় শিখড় গাড়া বৃক্ষ।"- উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।
১৭. "মজিদ সদা সতর্ক।"- কেন? ব্যাখ্যা কর।
১৮. "দুনিয়াটা বিবি বড় পরীক্ষা ক্ষেত্র।"- বুঝিয়ে লেখ।
১৯. "সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।"- প্রসঙ্গসহ উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
২০. রহিমার পর্বতের মতো অটল বিশ্বাসে ফাটল ধরে কেন? বুঝিয়ে লেখ।
২১. 'লালসালু' -কে কেন সামাজিক উপন্যাস বলা হয়? [DU-C : 19-20]
২২. 'লালসালু' উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা অনধিক দশ বাক্যে লেখ।
২৩. 'লালসালু' উপন্যাসের 'মজিদ' চরিত্র সম্পর্কে অনধিক পাঁচ বাক্যে লেখ।
২৪. 'লালসালু' উপন্যাসের 'রহিমা' চরিত্রটি সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
২৫. "যেন হাস্নাহেনার মিষ্টি মধুর গন্ধ ছড়ায়" - সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।
২৬. গ্রামে আক্কাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কীভাবে ভেঙ্গে যায়?
২৭. 'দেশটা কেমন মরার দেশ' - এখানে কোন অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে? - বুঝিয়ে লেখ।

সিরাজউদ্দৌলা (নাটক)

১. 'আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে।'- উক্তিটি সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।
২. 'ভীরু কাপুরুষের দল চিরকালই পালায়।'- উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে লেখ।
৩. 'ব্রিটিশ সিংহ লেজ গুটিয়ে নিলে, এ বড় লজ্জার কথা।'- উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।
৪. 'তোমাদের প্রাণ বিপন্ন হবে অথচ স্বাধীনতা রক্ষা হবে না, এই চিন্তাটাই বেশি বেশি পীড়া দিচ্ছে।'- উক্তিটি সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।
৫. ক্লাইভ কেন সিরাজকে হত্যা না করা পর্যন্ত স্বস্তি পায় না?- বুঝিয়ে লেখ।
৬. 'কত বড় শক্তি তবুও কত তুচ্ছ!'- উক্তিটি প্রসঙ্গসহ ব্যাখ্যা কর।
৭. "আমার শেষ যুদ্ধ পলাশিতেই।"- কে, কোন প্রসঙ্গে একথা বলেছে? বুঝিয়ে লেখ।
৮. "ইনি কি নবাব না ফকির?"- উক্তিটি প্রসঙ্গসহ ব্যাখ্যা কর।
৯. "শুভকাজে অযথা বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।"- উক্তিটি সপ্রসঙ্গ বুঝিয়ে লেখ।
১০. "দওলত আমার কাছে ভগবানের দাদা মশায়ের চেয়ে বড়। আমি দওলতের পূজারী।"- উক্তিটি প্রসঙ্গসহ ব্যাখ্যা কর।
১১. "এই অস্ত্র নিয়ে আমরা কাপুরুষ দেশদ্রোহীদের অবশ্যই দমন করতে পারবো।'- এখানে কোন অস্ত্রের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
১২. পলাশির যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের কারণ কী?
১৩. 'ভিকটরি অর ডেথ, ভিকটরি অর ডেথ'- উক্তিটি প্রসঙ্গসহ ব্যাখ্যা কর।
১৪. 'শুধু ওই একটি পথেই আবার আমরা উভয়ে উভয়ের কাছাকাছি আসতে পারি।'- কোন পথ? ব্যাখ্যা কর।
১৫. 'সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো?'- উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।
১৬. 'ওর কাছে সব কিছুই যেন বড়ো রকমের জুয়ো খেলা।'- উক্তিটি সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর।
১৭. 'উমিচাঁদ এ যুগের সেরা বিশ্বাস-ঘাতক।'- কেন? বুঝিয়ে লেখ।
১৮. 'দি ব্রেভেস্ট সোলজার ইজ ডেড।'- একথা কে, কাকে, কেন বলেছে? বুঝিয়ে লেখ।
১৯. 'দেশপ্রেমিকের রক্ত যেন আবর্জনার স্তূপে চাপা না পড়ে।'- উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
২০. "তবু ভয় নেই, সিরাজউদ্দৌলা বেঁচে আছে।'- উক্তিটি প্রসঙ্গসহ ব্যাখ্যা কর।
২১. ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে "সিরাজউদ্দৌলা" কি সার্থক? সংক্ষেপে লেখ। [DU-C : 20-21]
২২. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের 'সিরাজউদ্দৌলা' চরিত্রটির চিত্রণের সার্থকতা সংক্ষেপে লেখ।
২৩. নবাব আলিবর্দি সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
২৪. "আসামির সে অধিকার থাকে নাকি?"- কে, কাকে, কখন বলেছিল?
২৫. পলাশির যুদ্ধ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

সৃজনশীল প্রশ্ন (গদ্য, পদ্য ও সহপাঠ)

উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

❑ গদ্য অংশ:

অপরিচিতা

১. প্রজাপতির দুই পক্ষ। বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ। বরপক্ষ কন্যাপক্ষের কাছে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ও পাঁচ ভরি স্বর্ণালঙ্কার চেয়ে বসলো। নিত্যানন্দ রায় কোনোকিছু বিবেচনা না করে তাতেই মেয়ের বিয়ে দিতে সম্মত হয়ে গেল। তার মতে, এমন শিক্ষিত ছেলে আর বনেদি পরিবার কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না। তার ইচ্ছায় যথারীতি আশীর্বাদ পর্ব শেষে শুভবিবাহের দিন ধার্য হয়ে গেল। নিত্যানন্দ অনেক কষ্ট স্বীকার করে বিয়ের যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করার পরও নিতান্ত এক তুচ্ছ কারণে বিয়ের আসরেই এই বিয়ে ভেঙ্গে যায়।
ক. 'অপরিচিতা' গল্পের মামা অনুপমের চেয়ে কত বছরের বড়?
খ. "একে তো বরের হাট মহার্ঘ, তাহার পরে ধনুক-ভাঙা পণ" – এই কথার অর্থ বুঝিয়ে দাও।
গ. উদ্দীপকের নিত্যানন্দ রায়ের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের শম্ভুনাথের সাদৃশ্য নির্ণয় কর।
ঘ. তুমি কি মনে কর, যৌতুক প্রথাই বিয়ে ভেঙে যাওয়ার একমাত্র কারণ? উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পের আলোকে বিচার কর।

CamScanner

হয়তো কিছুই নাহি পাব
২. তবুও তোমায় আমি দূর হতে ভালোবেসে যাব।
যদি ওগো কাঁদে মোর ভীরু ভালোবাসা,
তোমারি জীবনে কাঁটা আমি, কেন মিছে ভাব।

ক. 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়?
খ. 'তারপর বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে।' – বুঝিয়ে লেখ।
গ. উদ্দীপকের কথকের মনের ভাব 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মনোভাবের সাথে কতটুকু সম্পর্কিত? আলোচনা কর।
ঘ. উদ্দীপকে 'অপরিচিতা' গল্পের আংশিক ভাব প্রতিফলিত হয়েছে – বিশ্লেষণ কর।

৩. চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য। রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনীয়, আমার মনে হয় কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানালা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম, কিছুই দেখিলাম না। প্লাটফর্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড তারার একচক্ষু লণ্ঠন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল: আমি জানালার কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো সুর, অচেনা কণ্ঠের সুর, এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণ তুমি- চঞ্চল কালোর ক্ষুদ্র হৃদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছ, অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পাপড়িও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই। [DU-B: 2021-22]

ক. 'অন্তরতম' ও 'অনির্বচনীয়' শব্দ দুটির মাধ্যমে কথক কোন বিষয়টিকে নির্দেশ করেছেন?
খ. 'একচক্ষু লণ্ঠন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. 'সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো'- উক্তিটির তাৎপর্য কী?
ঘ. কথক কাকে 'তুমি' সম্বোধন করেছে?
ঙ. অনুচ্ছেদটিতে কণ্ঠকে কীভাবে মহিমান্বিত করা হয়েছে?

৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের শিক্ষার্থী শ্রীযুক্তা। পড়ালেখা শেষ করতেই ২৭ বছর পেরিয়ে গেল। বিয়ের ব্যাপারে কয়েকবার সম্বন্ধ আসা এবং দেখাশুনা হলেও শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়নি। শ্রীযুক্তা আইন ও সালিশ কেন্দ্রে সমাজের অধিকারবঞ্চিত নারীদের আইনি সহায়তা দিচ্ছেন। হঠাৎ একদিন শ্রীযুক্তার কাকা বিয়ের সম্বন্ধের কথা বললেন। তিনি বিনয়ের সাথে কাকাকে বললেন, "নারীর কল্যাণে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

ক. অনুপমকে 'মাকাল ফলে'র সাথে তুলনা করে বিদ্রূপ করেছিলেন কে?
খ. বলিলেন, "সে কী কথা। লগ্ন"—কে কেন বলেছিল? প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বুঝিয়ে দাও।
গ. উদ্দীপকের শ্রীযুক্তার সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সাদৃশ্য আলোচনা কর।
ঘ. "উদ্দীপকের শ্রীযুক্তার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জাগরণ 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর শুচিশুভ্র আত্মপ্রকাশ।"-মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

৫. আমাদের অন্যতম ব্যবসায় পাস বিক্রয়। এই পাস বিক্রেতার নাম 'বর' এবং ক্রেতাকে 'শ্বশুর' বলে। এক একটি পাসের মূল্য কত জান? "অর্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকুমারী"। এম. এ. পাস অমূল্য রত্ন, ইহা যে সে ক্রেতার ক্রেয় নহে। নিতান্ত সস্তা দরে বিক্রয় হইলে, মূল্য—এক রাজকুমারী এবং সমুদয় রাজত্ব। আমরা অলস, তরলমতি, শ্রমকাতর, কোমলাঙ্গ বাঙালি কিনা তাই ভাবিয়া দেখিয়াছি, সশরীরে পরিশ্রম করিয়া মুদ্রালাভ করা অপেক্ষা Old fool শ্বশুরের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করা সহজ। [তথ্যসূত্র: নিরীহ বাঙালি- রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন]

ক. 'গজানন'-এর ব্যাসবাক্য কী?
খ. মামার মুখ লাল হয়ে ওঠে কেন?
গ. উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পের কোন দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পের আংশিক প্রতিফলন মাত্র।" - মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর।

বিলাসী

১. নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সুজিত চক্রবর্তীর পুত্র সঞ্জীব পোস্টমাস্টারের চাকরি নিয়ে আসে কমলদহ গ্রামে। কিছুদিন পর নিঃসঙ্গ সঞ্জীব ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে অচেতন হয়ে পড়ে। পাশের বাড়ির নিম্নবর্ণের মেয়ে, স্কুল-শিক্ষিকা শিউলী ডাক্তার ডেকে তার চিকিৎসা করায় এবং সেবাযত্নের জন্য গ্রামের এক দরিদ্র মাসিকে নিয়োগ করে। শিউলীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সেবা ও উপযুক্ত চিকিৎসা পেয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে সঞ্জীব। শিউলীর মার্জিত রুচি, ব্যক্তিত্ব, মানবতাবোধে মুগ্ধ হয়ে জাতভেদ ভুলে বাবার অমতে তাকে বিয়ে করে সঞ্জীব। প্রথাগত সংস্কারের বিপরীতে জয় হলো মনুষ্যত্বের।

ক. 'বিলাসী' গল্পের মৃত্যুঞ্জয়ের 'ছিল শুধু গ্রামের এক প্রান্তে একটা ... বাগান।' - কিসের বাগান?
খ. "ইহা আর একটা শক্তি, যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর করার পরেও হয়তো তাহার কোনো সন্ধান পায় না।" -উক্তিটির মর্মার্থ লেখ।
গ. 'বিলাসী' গল্পের বিলাসী চরিত্রের সঙ্গে উদ্দীপকের শিউলী চরিত্রের বৈসাদৃশ্য আলোচনা কর।
ঘ. "উদ্দীপকটিতে 'বিলাসী' গল্পের সমাজ বাস্তবতার আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।" - মন্তব্যটি বিচার কর।

২. এই যে একা কবরস্থানে এসে কত রাত্তির ধরে শুধু কেঁদেছি, কিন্তু এত কান্না এত ব্যাকুল আহ্বানেও ত কই তাঁর এতটুকু সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি কি এতই ঘুমুচ্ছেন? কি গভীর মহানিদ্রায় সে? আমার এত বুকফাটা কান্নার এত আকাশচেরা চিৎকারের এতটুকু কি তাঁর স্বামীর কানে গেল না?

ক. বিদ্যা অর্জন করেছেন এমন পণ্ডিতকে কী বলে?
খ. 'ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাই রাখা বাসি ফুলের মতো।' -এ কথা কাকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকটি 'বিলাসী' গল্পের কোন দিকটিকে নির্দেশ করেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'বিলাসী' গল্পের মূলভাব এক নয়।" - মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর।

৩. "মানুষ মানুষের জন্য
জীবন জীবনের জন্য
একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না
ও বন্ধু ..."

ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
খ. 'বুক যদি কিছুতে ফাটে তো সে এই মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে।' - বিষয়টি বুঝিয়ে বল।
গ. উদ্দীপকের ভাবের সঙ্গে 'বিলাসী' গল্পের কোন দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে? নির্ণয় কর।
ঘ. "উদ্দীপকটি 'বিলাসী' গল্পের আংশিক ভাবের প্রতিনিধিত্বকারী।" মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

৪. কেউ মালা, কেউ তস্‌বি গলায়,
তাইতে কী জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে।

ক. কামাখ্যা কিসের জন্য বিখ্যাত?
খ. "স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।" - ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকটি 'বিলাসী' গল্পের কোন দিকটিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "উদ্দীপকটি 'বিলাসী' গল্পের আংশিক ভাবের প্রতিনিধিত্ব করে।" মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

CamScanner

৫. অপু বাড়ির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা তাহার হাত হইতে মালা লইয়া আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল,- বলিল, নে হাত পাত। - তুই অতগুলো খাবি দিদি?

- অতগুলি বুঝি হলো? এই তো - ভারি বেশি-যা, আচ্ছা নে আর দু'খানা- বাঃ, দেখতে বেশ হয়েছে রে, একটা লঙ্কা আনতে পারিস? আর একখানা দেবো তা হলে-

- লঙ্কা কী করে পাড়বো দিদি? মা যে তক্তার ওপর রেখে দ্যায়, আমি যে নাগাল পাই নে?

- তবে থাকগে যাক্ - আবার ওবেলা আনবো - এখন পটলিদের ডোবার ধারের আমগাছটায় গুটি যা ধরেছে - দুপুরের রোদে তলায় - ঝরে পড়ে-

ক. 'বিলাসী' গল্পের ন্যাড়ার কয়টি শখ ছিল?

খ. "অন্নপাপ। বাপরে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে।"-ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের চরিত্রগুলো 'বিলাসী' গল্পের কোন বিষয়কে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'বিলাসী' গল্পের সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে"-মন্তব্যটি সম্পর্কে তোমার যৌক্তিক মতামত দাও।

আমার পথ

১. নিজেকে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সক্রেটিস বলেছেন, 'নিজেকে জানো'। একথা সকলেই জানে যে, আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে নির্মিত হয় ব্যক্তিত্ববোধ। আর প্রবল ইচ্ছাশক্তিই পরাধীনতার জাল থেকে বের করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। সুতরাং ইচ্ছাশক্তি ও সত্য পথকে ধারণ করে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে।

ক. 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক কাকে সালাম জানিয়েছেন?

খ. "যার ভেতরে ভয়, সেই বাইরে ভয় পায়"– ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের 'নিজেকে জানো' এই কথাটি 'আমার পথ' প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তুকে নির্দেশ করে কিনা তা নিজের ভাষায় তুলে ধর।

২. আমি জীবনে অনেক আত্মপ্রবঞ্চনা করে করে অন্তরে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেছি। কত রাত্রি অনুশোচনায় ঘুম হয় নাই। এখন ভুল বুঝতে পেরেছি। এখন সোজা এই বুঝেছি যে, আমি যা ভালো বুঝি, যা সত্য বুঝি, শুধু সেটুকু প্রকাশ করব, বলে বেড়াব। তাতে লোকে যতই নিন্দা করুক, আমি আমার কাছে ছোট হয়ে থাকব না, আত্মপ্রবঞ্চনা করে আর আত্মনির্যাতন ভোগ করব না।

ক. কত সালে কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি পল্টনে যোগ দেন?

খ. 'মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম' – বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকের ভাবার্থের সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের লেখকের মনের যে সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা কর।

ঘ. উদ্দীপকটিতে 'আমার পথ' প্রবন্ধটির আংশিক দিক প্রতিফলিত হয়েছে। – উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

৩. আলম একজন সংগঠক। এলাকার ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি 'কবি সুকান্ত পাঠাগার ও সংগীত বিদ্যালয়' নামে সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি মিথ্যাকে উড়িয়ে দিয়ে, সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে সংগঠনের 'রজত জয়ন্তী'র আয়োজন করেছেন। তিনি দমে যাওয়ার মানুষ নন। তার সংগঠনের ছেলেমেয়েরা আজ গুণী শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, প্রশাসনের কর্মকর্তা, চিকিৎসাবিদ আরো কতো সফল মানুষ। তিনি আলোকিত মানুষ হিসেবে সকলের মন আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছেন।

ক. 'আমার পথ' প্রবন্ধে 'আমার পথ' আমাকে কি দেখাবে?

খ. "আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে।" - ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে আলমের নেতৃত্বের স্বরূপ 'আমার পথ' প্রবন্ধে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? বিশ্লেষণ কর।

ঘ. "মনুষ্যত্ব মানুষকে আলোর পথ দেখাতে পারে।" উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে উক্তির যথার্থতা বিচার কর।

৪. রফিকুল ইসলাম একজন সাদা মনের মানুষ। শিক্ষকতা পেশায় থেকে গড়েছেন আলোকিত মানুষ। নিজের নেতৃত্বে পরিচালনা করেছেন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'কালান্তর'। জনকল্যাণের পাশাপাশি তিনি এলাকার মাতব্বরদের ভণ্ডামির প্রতিবাদ করেন। মিথ্যা ও নতজানুতার বিরুদ্ধে তিনি সদা সোচ্চার। ফলে অনেকেরই শত্রুতে পরিণত হন তিনি। তবে তিনি দমে যান না, তিনি বিশ্বাস করেন 'সত্য ও ন্যায়ের পথই সহজ পথ।'

ক. 'আমার পথ' প্রবন্ধে কাকে লেখক সালাম জানিয়েছেন?

খ. 'সবচেয়ে বড় দাসত্ব' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের রফিকুল ইসলামের বিশ্বাসের সঙ্গে 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'আমার পথ' প্রবন্ধের যে দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত নয়, তা আলোচনা কর।

৫. যাকে অপদার্থ, অকর্মণ্য বলে উপহাস করা হচ্ছে, তাকে যদি কেউ সাহস দেয়, এগিয়ে যাবার পরামর্শ এবং সহযোগিতার হাত বাড়ায়, তবে সেই মানুষটির মানসিক ও আত্মিক বিবর্তন ঘটবে। এতে অলস পরিশ্রমী হতে পারে, অপ্রতিভ সপ্রতিভ হবে, ভীরু সাহসী হবে, মূর্খ বিদ্বান হবে, দুর্বল বলবান হতে পারে। এর অন্যতম কারণ, সেই মানুষটির অন্তর্নিহিত সত্যের বিকাশ।

ক. 'কুর্নিশ' শব্দের অর্থ কী?

খ. কবি নিজেকে 'অভিশাপ রথের সারথি' বলে অভিহিত করেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকের ভাবনা 'আমার পথ' প্রবন্ধের সঙ্গে কীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

ঘ. "আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে" - উদ্দীপক ও 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিচার কর।

মানব-কল্যাণ

১. রামমোহনের ধর্মমত উদার। তার মতে- এক ঈশ্বর ছাড়া আর দ্বিতীয় নেই। এই নিয়ে চারদিকে তর্ক-বিতর্ক। রামমোহন বুঝেছিলেন, দেশে ইংরেজি শিক্ষা দরকার। নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইউরোপ পৃথিবীকে পথ দেখাচ্ছে। তাই ইংরেজি শিক্ষার সমর্থনে তার নানা প্রচেষ্টা। লর্ড আমহার্স্টকে লিখলেন সুদীর্ঘ পত্র। সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস্ স্যার এডোয়ার্ড হাইড্ ইস্টের বাড়িতে আলোচনা সভা বসল। অনেকের চাঁদায় গড়ে উঠল বিদ্যালয় মহাপাঠশালা, যার আজকের নাম প্রেসিডেন্সি কলেজ। আরও ইংরেজি স্কুল চাই। তাই গড়ে তুললেন অ্যাংলো হিন্দু স্কুল। স্কটল্যান্ড থেকে আলেকজান্ডার ডাফ্ নামে এক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীকে আনালেন। গড়ে উঠল স্কটিশ চার্চ কলেজ।

ক. 'একুশ মানে মাথা নত না করা' আবুল ফজলের কী ধরনের রচনা?

খ. মানুষ মানবকল্যাণকে বড় করে দেখে না কেন?- ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকটি 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের কোন দিকটিকে ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকটির সঙ্গে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের মিল থাকলেও উদ্দীপক ও প্রবন্ধের মূলভাব পুরোপুরি এক নয়।"- মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর।

২. 'ঐ যে সমস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি। ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা সুদ্ধ দুহাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যেসব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম। স্বর্গ আর কী দিত জানি নে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্বলতাময় এমন সকরুণ আশঙ্কভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত।'

ক. কালের বিবর্তনে আমরা এখন কিসের অংশ?

খ. প্রেফ সদিচ্ছা দ্বারা মানবকল্যাণ সাধিত হয় না কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকটিতে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের কোন ভাবের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকে মানুষ ও মানবতার প্রতি কবির যে অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে তা 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের মানবতাবোধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।" মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

CamScanner

৩. স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোর ধর্মসভায় হিন্দুধর্মের যে ব্যাখ্যা করলেন, তার বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণই উপলব্ধির ধর্ম। কোনো আচার অনুষ্ঠানের কথা নেই। ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে ব্যক্তি বা জীবাত্মার ঐক্যানুভূতিলাভই ধর্ম। এই ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, ব্রহ্মই বিচিত্রের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করছেন। এটা উপলব্ধি করাই ধর্ম। সুতরাং বৈষ্ণব, শাক্ত, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান বলে যে আচরণ-বিভিন্নতা, তা শেষ সত্য নয়। কিন্তু পরম সত্যকে জানবার চেষ্টা করছে সবাই। এখানেই বিবেকানন্দ দুটি মূল্যবান চিন্তাসূত্র দিলেন- একটি বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যের উপলব্ধি-প্রয়াসই মানবতার নিদান; আর দ্বিতীয় সূত্র হলো মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি, তাই মানুষ মহীয়ান।

ক. Existentialism-এর বাংলা কী?

খ. মানব-কল্যাণ কীভাবে মানব-মর্যাদার সহায়ক হয়ে উঠবে? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকটি 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের কোন অংশের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মানবধর্ম 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধে বর্ণিত "মানব-কল্যাণ আলৌকিক কিছু নয়- এ এক জাগতিক মানবধর্ম"- এই উক্তিরই প্রতিফলন। মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর।

৪. রবিউল প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে অর্থ ও সম্পদ হারিয়ে খুবই বিপন্ন অবস্থায় পড়ল। সংসার চালানোর তার আর কোনো উপায়ান্তর নেই। দিশেহারা হয়ে সে ছুটে গেল তার বাল্যবন্ধু আক্কাস আলীর কাছে সাহায্যের জন্যে। আক্কাস রবিউলকে একজোড়া হালের গরু, লাঙল, জোয়াল কিনে দিয়ে আবার চাষাবাদের কাছে নেমে পড়ার পরামর্শ দিল। রবিউল বন্ধুর কথামতো কাজে নেমে পড়ল এবং কঠিন শ্রমের বিনিময়ে অল্প সময়ের মধ্যে নিজের অবস্থার প্রভূত উন্নতি লাভ করল।

ক. মানবকল্যাণের প্রাথমিক সোপান কী?

খ. 'মানব-কল্যাণ' কথাটি সস্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের ঘটনা 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের কোন ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়?- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'পরিশ্রমই মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের পূর্বশর্ত।"- মন্তব্যটি উদ্দীপক ও প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর।

৫. বাংলার মানুষের দুঃখ-দুর্দশা মাদার তেরেসাকে খুব বিচলিত করেছিল। মানুষের সেবায় আরও কাজ করার জন্য মনে খুব তাগিত অনুভব করেছিলেন। অবশেষে ১৯৪৮ সালে লরেটো থেকে বিদায় নিয়ে তিনি শুরু করলেন একেবারে গরিবদের সেবার কাজ। গাউন ছেড়ে পরলেন শাড়ি- বাঙালি নারীর পোশাক। সেই থেকে তিনটির বেশি শাড়ি তার কখনো ছিল না। একটি পরার, একটি ধোয়ার, আরেকটি হঠাৎ দরকার কিংবা কোনো উপলক্ষের জন্য রেখে দেওয়া। তাঁর হাতে টাকা-পয়সাও বিশেষ ছিল না। তবে মনে ছিল গরিব-দুঃখী মানুষের জন্য ভালোবাসা আর প্রবল এক আত্মবিশ্বাস।

ক. সত্যিকার মানবকল্যাণ কিসের ফসল?

খ. বাংলাদেশের মহৎ প্রতিভারা সবাই মানবিক চিন্তা আর আদর্শের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকটিতে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের কোন দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধটির ভাবার্থের দর্পণ।"- মন্তব্যটি যাচাই কর।

মাসি-পিসি

১. দশম শ্রেণির ছাত্রী আসমা এক দরিদ্র পিতার সন্তান। গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি গওহর মণ্ডল জোরপূর্বক আসমাকে পুত্রবধূ বানাতে চায়। হুমকি দেয় তুলে নিয়ে যাওয়ার। এই পরিস্থিতিতে আসমার বান্ধবীরা পাশে এসে দাঁড়ায়। মণ্ডলের বখাটে ছেলের হাতে পড়ে মেধাবী ছাত্রী আসমার লেখাপড়া ধ্বংস হোক তারা তা চায় না। বান্ধবীরা বিষয়টি স্থানীয় সাংবাদিক ও কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে জানায়। তারা দলবেঁধে স্কুলে যায় এবং পালা করে আসমার বাড়ি পাহারা দেয়। এতে দমে যায় গওহর মণ্ডল। জয় হয় সম্মিলিত প্রতিরোধের।

ক. 'সালতি' কী?

খ. 'বুড়ো রহমান ছলছল চোখে তাকায় আহ্লাদির দিকে।' – কেন?

গ. উদ্দীপকের গওহর মণ্ডল 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দেখাও।

ঘ. "'জয় হয় সম্মিলিত প্রতিরোধের' – একথা 'মাসি-পিসি' গল্পের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।" – উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

২. বিধবা পরীবানুর সংসারে পনেরো বছরের একটি মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। নিজের ও মেয়ের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পরীবানুকেই নিতে হয়। স্বামীর রেখে যাওয়া সামান্য জমিটুকুর দেখাশুনাও সে করে। পাড়ার বখাটেরা প্রায়ই তার মেয়েকে উত্ত্যক্ত করে। পরীবানু নীরবে তা সহ্য করে। কারণ এ সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি রক্ষকের নামে ভক্ষক।

ক. 'পাওটে' শব্দের অর্থ কী?

খ. "নিজেকে আহ্লাদির ছ্যাঁচড়া, নোংরা, নর্দমার মতো লাগে" – ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের পরীবানুর সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত কর।

ঘ. "এ সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই রক্ষকের নামে ভক্ষক" – মন্তব্যটি 'মাসি-পিসি' গল্পের আলোকে মূল্যায়ন কর।

৩. মীনার বাবা হঠাৎ মারা যাওয়ায় তার মা রানু তাকে নিয়ে অসহায় হয়ে পড়ে। সে তার স্বামীর রেখে যাওয়া সামান্য কৃষিজমিতে উৎপন্ন ফসল বিক্রি করে যা আয় করে তাতে মীনার লেখাপড়ার খরচ চালাতে পারে না। তাই অন্যের বাড়িতে ধানভানা, মাড়াই দেওয়া ও গৃহপরিচারিকার কাজ করে মীনার লেখাপড়া ও সংসারের খরচ চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ বাধা হয়ে দাঁড়াল মীনার বয়স। ষোড়শী মীনাকে গ্রাম্য মোড়লের কুদৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য সে তাকে বিয়ে দিল। কিন্তু অর্থলোভী ও স্বার্থান্ধ পরিবারে মীনার ঠাঁই হলো না। সে মায়ের কাছে চলে আসল। শুরু হলো মা-মেয়ের নতুন করে বেঁচে থাকার লড়াই।

ক. পাতাশূন্য শুকনো গাছটায় কারা বসেছে?

খ. "ছেলের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়" - এখানে 'পাষাণ' কথাটি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের সমাজচিত্রের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের সমাজচিত্রের সাদৃশ্য কতটুকু? আলোচনা কর।

ঘ. 'বেঁচে থাকার লড়াই'- কথাটি উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পের আঙ্গিকে ব্যাখ্যা কর।

CamScanner

৪. বাপ মা মরা অভাগী মেয়ে প্রতিমা দরিদ্র কাকা-কাকির কাছে বড় হয়েছে। দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে অনেক কষ্টে ভাই-ঝিকে বিয়ে দেন কাকা। অভাগী প্রতিমা শ্বশুরবাড়িতেও সুখের নাগাল পায় না। কারণ তার কাকার কাছ থেকে যৌতুকস্বরূপ টাকা আনার জন্য স্বামী-শাশুড়ি প্রতিনিয়ত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায়। এমনকি অন্তঃসত্ত্বা জেনেও তার স্বামী একদিন মারধর করে তাকে অজ্ঞান করে ফেলে। যখন জ্ঞান ফিরে আসে, প্রতিমা কোনোরকমে পালিয়ে কাকা-কাকির কাছে চলে আসে। ভাই-ঝি'র এমন পরিস্থিতি বিবেচনা করে কাকা-কাকি সিদ্ধান্ত নেয় অমন শ্বশুরবাড়িতে তাকে আর পাঠাবে না তারা।

ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কত বছর বেঁচে ছিলেন?
খ. 'যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি-পিসি'- ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের প্রতিমার সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের আহ্লাদি চরিত্রের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিরূপণ কর।
ঘ. "অর্ধশিক্ষা মানুষকে পরিপূর্ণ পশু করে তোলে- উদ্দীপকে ও 'মাসি- পিসি' গল্পে এ সত্যটি সন্দেহাতীতভাবে প্রকাশিত হয়েছে।"-মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

৫. মা বহু আগেই মৃত। বাবা থেকেও নেই। অসহায় রাবেয়া বেড়ে ওঠে দূরসম্পর্কের এক চাচির আশ্রয়ে। চাচি গরিব কিন্তু যথেষ্ট আন্তরিক। নিজের মেয়ের মতো রাবেয়াকে আগলে রেখেছেন। রাবেয়াকে ভালো রাখার জন্য মাঝে মাঝে তিনি অন্যের বাড়িতে কাজও করেন। কৃতজ্ঞতায় রাবেয়ার চোখে জল নেমে আসে।

ক. বাহকের মাথায় খড় চাপাতে ব্যস্ত কে?
খ. 'তাদের দুজনেরই এখন আহ্লাদি আছে'- কেন বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকে 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? আলোচনা কর।
ঘ. 'মানবিকতা ও দায়িত্বশীলতা মানুষকে মহান করে তোলে'- উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

বায়ান্নর দিনগুলো

১. মুক্তির মন্দির সোপানতলে
কত প্রাণ হলো বলিদান,
লেখা আছে অশ্রুজলে
কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা,
বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা
তাঁরা কি ফিরিবে আজ সুপ্রভাতে,
যত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে।

ক. বঙ্গবন্ধুকে ডাবের পানি খাইয়ে দিয়ে অনশন ভাঙান কে?
খ. "ভরসা হলো, আর দমাতে পারবে না।" – বিশ্লেষণ কর।
গ. উদ্দীপকটি 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ঘ. "উদ্দীপকের ভাবচেতনায় 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মত্যাগের ছবিই প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে।" – বিশ্লেষণ কর।

২. এই শিকল পরা ছল, মোদের এই শিকল পরা ছল
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।
তোদের বদ্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়
ওর ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়
এই বাঁধন পরেই বাঁধন ভয়কে করব মোরা জয়
এ শিকল বাঁধা পা নয় এ শিকল ভাঙার কল।

ক. 'এভাবে মৃত্যুবরণ করে কি কোনো লাভ হবে?' কার উক্তি?
খ. শেখ মুজিবুর রহমান কেন ভীষণ চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েছিলেন?
গ. উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনাটির মধ্যে সাদৃশ্য আলোচনা কর।
ঘ. "এ শিকল বাঁধা পা নয় এ শিকল ভাঙার কল" – উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

৩. ১৯১৯ সালে ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের বদ্ধ উদ্যানে জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে নিরস্ত্র জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল ব্রিটিশ পুলিশ। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণি ও তার দেশি-বিদেশি দোসরদের এ জাতীয় অত্যাচার-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল পরাধীন ভারতবর্ষের সাধারণ জনগণ। নির্যাতিত জনগণের মুক্তির অগ্রদূত হয়ে দেখা দিয়েছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। 'মহাত্মা গান্ধী' নামে সমধিক পরিচিত এই রাজনীতিবিদ বর্ণবৈষম্য দূরীকরণসহ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেকে ভারতবাসীর কাছে অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে প্রমাণ করেন এবং অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়েও ব্রিটিশবিরোধী 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। অহিংস আন্দোলনের পুরোধা হলেও দেশ ও জনগণের মুক্তির প্রশ্নে কখনই আপস করেননি মহাত্মা গান্ধী।

ক. মহিউদ্দিন আহমদ কী রোগে ভুগছিলেন?
খ. "বেশি জোরে চালাবেন না, কারণ বাবার কালের জীবনটা যেন রাস্তায় না যায়।" - ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের ব্রিটিশ শাসকের নির্যাতন এবং 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার পাকিস্তানি শাসকদের নির্যাতনের তুলনা কর।
ঘ. "মহাত্মা গান্ধী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উভয়েই দেশ ও দেশের মানুষের মুক্তিকেই সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়েছেন।"- উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার আলোকে উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

৪. মিছিলটা তখন মেডিকেলের গেট পেরিয়ে কার্জন হলের কাছাকাছি এসে গেছে। তিনজন আমরা পাশাপাশি হাঁটছিলাম। রাহাত স্লোগান দিচ্ছিল। আর তপুর হাতে ছিল একটা মস্ত প্ল্যাকার্ড। তার ওপর লাল কালিতে লেখা ছিল, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মিছিলটা হাইকোর্টের মোড়ে পৌঁছুতে অকস্মাৎ আমাদের সামনের লোকগুলো চিৎকার করে পালাতে লাগল চারপাশে। ব্যাপারটা কী বুঝবার আগেই চেয়ে দেখি প্ল্যাকার্ডসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তপু। কপালের ঠিক মাঝখানটায় গোল একটা গর্ত। আর সে গর্ত দিয়ে নির্ঝরের মতো রক্ত ঝরছে তার।

ক. রেণুর পুরো নাম কী?
খ. "আমরা অনশন ভাঙব না"- উক্তিটি বুঝিয়ে দাও।
গ. উদ্দীপকের সাথে পাঠ্যবইয়ের 'বায়ান্নর দিনগুলো' শীর্ষক আত্মজীবনীমূলক রচনার পটভূমিগত অভিন্নতা রয়েছে। - মন্তব্যটি যাচাই কর।
ঘ. উদ্দীপকে গল্পকথকের জবানিতে বর্ণিত মহান একুশের ভাষাচিত্রটির সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনাটির কথক ও কাহিনির ভিন্নতাও রয়েছে।- তোমার মতামতসহ মন্তব্যটি যাচাই কর।

৫. 'হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ
কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে,
সে কোলাহলের রুদ্ধস্বরের আমি পাই উদ্দেশ
জলে ও মাটিতে ভাঙনের বেগ আসে।
হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান,
গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলাদেশের প্রাণ।'

ক. মুসলিম লীগ সরকার কত বড় ___ কাজ করল।
খ. বঙ্গবন্ধু অনশন করছিলেন কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় শোষকের অত্যাচার ও নিপীড়নের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে - বিশ্লেষণ কর।

CamScanner

রেইনকোট

১. কলিমদ্দি দফাদারের বোর্ড অফিস শীতলক্ষ্যার তীরের বাজারে। নদীর এপারে ওপারে বেশকিছু বড় বড় কলকারখানা। এগুলো শাসনের সুবিধার্থে একদল খান সেনা বাজার সংলগ্ন হাই স্কুলটিকে ছাউনি করে নিয়েছে। কোনো কোনো রাত্রে গুলিবিনিময় হয়। কোথা হতে কোন পথে কেমন করে মুক্তিফৌজ আসে, আক্রমণ করে এবং প্রতিআক্রমণ করলে কোথায় হাওয়া হয়ে যায়, খান সেনারা তার রহস্য ভেদ করতে পারে না।

ক. 'বর্ষাকালেই তো জুৎ' – কথাটি কে বলেছিল?

খ. "রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইন্টার, আমাদের জেনারেল মনসুন" – ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকটির শেষাংশের বক্তব্য 'রেইনকোট' গল্পের কোন বিষয়টি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকটিতে 'রেইনকোট' গল্পের আংশিক বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।" – তোমার মতামতসহ আলোচনা কর।

২. তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো।

ক. 'রেইনকোট' গল্পে বাসের রং কেমন ছিল?

খ. "রেইনকোটে ঢোকার পর থেকে তার পা শিরশির করছে" – ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের সাথে 'রেইনকোট' গল্পের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে – তা আলোচনা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের কোন চেতনাকে ধারণ করে – বিশ্লেষণ কর।

৩. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে একটি ছাত্রাবাস থেকে মিলিটারিরা সাজ্জাদকে তুলে নিয়ে যায়। অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে তারা তার পিতার সন্ধান চায়। ক্ষত-বিক্ষত হয়েও সাজ্জাদ নীরব থাকে। মনে পড়ে বাবার শেষ উপদেশ, "জীবনের চেয়ে দেশ অনেক বড়।" নিজেকে একজন দেশপ্রেমী মুক্তিযোদ্ধার সন্তান মনে করায় তার বুক ফুলে ওঠে।

ক. "সেই চোখ ভরা ভয়, কেবল ভয়"- 'রেইনকোট' গল্পে কোন চোখের কথা বলা হয়েছে?

খ. "ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নতুন রূপে সে ভ্যাবাচ্যাকা খায়।"- কে, কেন ভ্যাবাচ্যাকা খায়?

গ. উদ্দীপকের সাজ্জাদ 'রেইনকোট' গল্পের কোন চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়? তুলনার যৌক্তিকতা তুলে ধর।

ঘ. সাজ্জাদের চেতনা 'রেইনকোট' গল্পের মূলভাবকে কতখানি ধারণ করে বলে তুমি মনে করো? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

৪. হয়তোবা ইতিহাসে তোমাদের নাম লেখা রবে না
বড় বড় লোকেদের ভিড়ে- জ্ঞানী আর গুণীদের আসরে
তোমাদের কথা কেউ কবে না, তবু এই বিজয়ী বীর মুক্তিসেনা
তোমাদের এই ঋণ কোনো দিন শোধ হবে না।

ক. 'রেইনকোট' গল্পে পিয়নের নাম কী?

খ. 'ক্রাক ডাউনের রাত' বলাতে কী বুঝায়?

গ. "উদ্দীপকের মুক্তিসেনা যেন 'রেইনকোট' গল্পের মিন্টুকে মনে করিয়ে দেয়"- বর্ণনা কর।

ঘ. "'রেইনকোট' গল্পের মূলভাব উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।"- মন্তব্যটি যাচাই কর।

৫. রাস্তায় একটা রিকশা নাই। তা রিকশার পরোয়াও সে এখন করছে না। রেইনকোটের ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে বাসস্ট্যান্ড যেতে তার কোনো অসুবিধা হবে না। রেইনকোটের ওপর বৃষ্টি পড়ছে অবিরাম। কী মজা, তার গায়ে লাগে না একটি ফোঁটা। টুপির বারান্দা বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়লে কয়েক ফোঁটা সে চেটে দেখে। ঠিক পানসে স্বাদ নয়, টুপির তেজ কি পানিতেও লাগল নাকি। তাকে কি মিলিটারির মতো দেখাচ্ছে? পাঞ্জাব আর্টিলারি, না বেলুচ রেজিমেন্ট, না কম্যান্ডো ফোর্স, নাকি প্যারা মিলিটারি, নাকি মিলিটারি পুলিশ,- ওদের তো একেক গুষ্টির একেক নাম, একেক সুরত। তার রেইনকোটে তাকে কি নতুন কোনো বাহিনীর লোক বলে মনে হচ্ছে? হোক। সে বেশ হনহন করে হাঁটে। শেষ-হেমন্তের বৃষ্টিতে বেশ শীত-শীত ভাব। কিন্তু রেইনকোটের ভিতরে কী সুন্দর ওম। মিন্টুটা এই রেইনকোট রেখে গিয়ে কী ভালোই যে করেছে।

ক) 'টুপির তেজ' বলতে অনুচ্ছেদে কী বোঝানো হয়েছে?

খ) অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত 'গুষ্টি', 'সুরত'- শব্দ দুটি পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতি কথকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। কীভাবে?

গ) 'মিন্টুটা এই রেইনকোট রেখে গিয়ে কী ভালোই যে করেছে।' উক্তিটির তাৎপর্য কী?

ঘ) অনুচ্ছেদটিতে 'রেইনকোট' কিসের প্রতীক হয়ে উঠেছে- তা সংক্ষেপে লেখ। **[DU-B : 19-20]**

❑ পদ্য অংশ:

সোনার তরী

১. "আমায় নহে গো, ভালোবাস শুধু ভালোবাস মোর গান
বনের পাখিরে কে চিনে রাখে গান হলে অবসান
চাঁদেরে কে চায়, জোছনা সবাই যাচে
গীত-শেষে বীণা পড়ে থাকে ধূলি-মাঝে।"

ক. 'সোনার তরী' কবিতায় কৃষকের ছোট খেতের চারদিকে কী খেলা করছে?

খ. সোনার তরীতে কৃষকের ঠাঁই হলো না কেন?

গ. 'সোনার তরী' কবিতার ধানের সঙ্গে উদ্দীপকের 'গান' ও 'গীতে'র তুলনা কর।

ঘ. "উদ্দীপক এবং 'সোনার তরী' কবিতার মূলভাব অভিন্ন।"-তোমার মতামত দাও।

২. পূর্বমুখে রায় মোড় ফিরিলেন। পত্তনিদার মহল এটা। রায়দের বিভিন্ন জেলার বড় বড় ধনী পত্তনিদার ছিল। পাঁচ শত হইতে পাঁচ হাজার টাকা খাজনা রাখিত, এমন পত্তনিদারের অভাব ছিল না। তাঁহারা আসিলে এইখানে তাঁহাদের বাসস্থান দেওয়া হইত। বারান্দার দেওয়ালে বড় বড় ছবি টাঙানো রহিয়াছে। মুখ তুলিয়া রায় একবার চাহিলেন। প্রথমখানির ছবি নাই, কাঁচ নাই, শুধু ফ্রেমখানা ঝুলিতেছে। দ্বিতীয়খানার কাঁচ নাই। তৃতীয়খানার স্থান শূন্য। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রায় আবার নতমুখে চলিলেন। উপরে কড়ির মাথায় পায়রাগুলি অবিরাম গুঞ্জন করিতেছে। পূর্বমুখে বারান্দার প্রান্তেই সিঁড়ি। সিঁড়ি বাহিয়া রায় নিচে আসিয়া নামিলেন। দুই বৎসর পর আজ আবার তিনি নিচে নামিলেন। সেরেস্তাখানার সারি সারি ঘরে রায়বংশের রাশি রাশি কাগজ বোঝাই হইয়া আছে।

ক. 'সোনার তরী' কবিতার 'বিদেশ' কিসের প্রতীক?

খ. 'সোনার তরী' কবিতায় কবির জীবনদর্শনটি কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকটি 'সোনার তরী' কবিতার সঙ্গে কোন দিক থেকে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের মূলভাব কি 'সোনার তরী' কবিতার মূলভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

CamScanner

৩. এই পৃথিবী যেমন আছে তেমনই ঠিক রবে,
সুন্দর এ পৃথিবী ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে।
তোমার টাকা কড়ি সুন্দর বাড়ি সবই পড়ে রবে,
তোমার কর্মসাধন সৃজন পূজন তোমায় স্মরণ নেবে
তুমি আর থাকবে না এই জনাকীর্ণ ভবে॥

ক. 'সোনার তরী' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
খ. 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই- ছোটো সে তরী'- চরণটি দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
গ. উদ্দীপকে 'সোনার তরী' কবিতার কোন ভাবের প্রকাশ ঘটেছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের শেষ চরণ দুটি যেন 'সোনার তরী' কবিতার কবির জীবনদর্শনের প্রতিচ্ছবি- 'সোনার তরী' কবিতার আলোকে মূল্যায়ন কর।

৪.

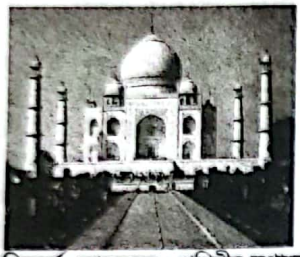

চিত্রকর্ম: তাজমহল। পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি।
নির্মাতা: সম্রাট শাহজাহান (১৫৯২-১৬৬৭)
নির্মাণকাল: ১৬৩২ থেকে ১৬৫৪ পর্যন্ত।

ক. 'ক্ষুরধারা' শব্দের অর্থ কী?
খ. 'কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।'- বুঝিয়ে লেখ।
গ. 'এখন আমারে লহো করুণা করে।'- 'সোনার তরী' কবিতার এই পঙ্‌ক্তির সঙ্গে উদ্দীপকের চিত্রকর্মটির ভাবের সাদৃশ্য দেখাও।
ঘ. উদ্দীপকের চিত্রকর্মটিতে 'সোনার তরী' কবিতার ধানের তুলনা করা কতটুকু যুক্তিসংগত বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর।

৫.

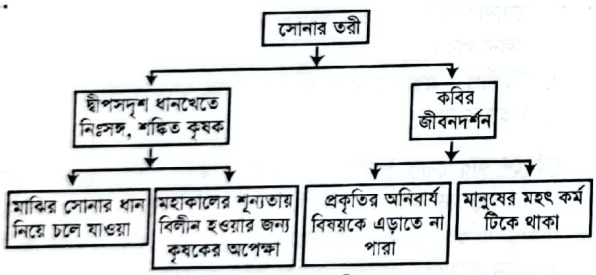

ক. 'সোনার তরী' কবিতায় 'বিদেশ' কী?
খ. "এখন আমারে লহো করুণা করে।" ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের ছকটিতে 'সোনার তরী' কবিতার কবির জীবনদর্শনের চিত্রকল্প ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "উদ্দীপকের ছকটি 'সোনার তরী' কবিতার ভাবার্থের প্রতিফলন।"- মন্তব্যটি যাচাই কর।

বিদ্রোহী

১. যতোই চাও না কেন আমার কণ্ঠ তুমি থামাতে পারবে না,
যতোই করবে রুদ্ধ ততোই দেখবে আমি ধ্বনি প্রতিধ্বনিময়।
আমার কণ্ঠকে কেউ কোনোদিন থামাতে পারেনি
যেমন পারেনি কেউ কোনোকালে ঠেকাতে অরুণোদয়,
চাও বা না চাও নৈঃশব্দ্যেও যদি কান পাতো
শুনবে আমারই কণ্ঠস্বর।

ক. 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
খ. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিয়ম-কানুন মানতে চান না কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকের মিলের দিকটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "উদ্দীপক ও 'বিদ্রোহী' কবিতার মূলভাব একসূত্রে গাঁথা।"- মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর।

২. আমরা প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতাম। সব সময় মনে হতো কেউ যেন দরজায় কড়া নাড়ছে। ঘুমের ভেতর চিৎকার করে উঠতাম কোনো কোনো রাত। বধ্যভূমির ধারে বেঁধে রাখা জীবজন্তুর অনুরূপ আমরা আতঙ্ককে জেনেছি নিত্যসঙ্গী বলে। এমন কোনো দিনের কথা মনে করতে পারি না, যেদিন হত্যা কিংবা ধর-পাকড়ের কোনো না কোনো খবর কানে না আসত।

ক. 'সুত' অর্থ কী?
খ. "আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর!"- ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকটি 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে কোন দিক থেকে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "উদ্দীপকে 'বিদ্রোহী' কবিতার একটি বিশেষ দিকের বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়, সামগ্রিক বিষয়ের নয়।"- মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর।

৩. নারী তুমি বিদ্রোহ করো
সমাজের সভ্যতার গভীরে বিদ্রোহ করো।
অকরুণ পৃথিবীতে বহু যুগ কতো যুগ শুধু অশ্রুজলে
তুমি আর এ জীবন নিঃশেষে দিও না-
জ্বলে উঠে অশ্রুহীন কঠিন শপথে
পৃথিবীকে একবার পদাঘাত করো,
তুমি আজ একবার বিদ্রোহ করো।

ক. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
খ. কবি নিজেকে মহা-প্রলয়ের নটরাজ বলেছেন কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকটি 'বিদ্রোহী' কবিতার কোন দিকটিকে নির্দেশ করেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "আত্মজাগরণের চেতনার দিক থেকে উদ্দীপকের মূলভাব 'বিদ্রোহী' কবিতার মূলভাবের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা।"- মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর।

৪. আমি সেই কবি, যে তোমাকে ধ্বংসের শূন্যতা থেকে
পুনরারম্ভের দিকে নিয়ে যাবে।
আমি অনন্ত ক্রন্দনে নাম লিখে যাবো, যে-নাম মুছবে না আর।
যদিবা হৃদয়ে নাম লিখি, সে-নাম মৃত্যুর পর ধুয়ে যাবে।
যদি লিখি অনন্ত-আলোকে, তবে মুছে যাবে কঠিন-আঁধারে।
যদি বর্ণের বানানে লিখি নাম- কাল তাকে নিয়ে যাবে
পার্থিব বিরহে কিছুদিন।
অনন্ত ক্রন্দন মানে ভালোবাসা। অনন্ত ক্রন্দন মানে সৃষ্টিবিন্দু।

ক. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
খ. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি 'আমি' শব্দটি বারবার ব্যবহার করেছেন কেন?
গ. উদ্দীপকটি 'বিদ্রোহী' কবিতার কোন দিকটি নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "উদ্দীপকে 'বিদ্রোহী' কবিতার একটি বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটেছে মাত্র, পুরো বিষয় নয়।"- মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর।

৫. শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি:
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

ক. 'কানুন' শব্দের অর্থ কী?
খ. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি 'অর্ফিয়াস' বলতে কাকে বুঝিয়েছেন? - ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকটি 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'বিদ্রোহী' কবিতার মূলভাব একসূত্রে গাঁথা।- মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর।

CamScanner

প্রতিদান

১. এক বুড়ি হযরত মুহম্মদ (স.)-এর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো এবং পথ চলতে নবির পায়ে কাঁটা ফুটলে আনন্দিত হতো। একদিন পথে কাঁটা না দেখে নবিজী চিন্তায় পড়ে গেলেন এবং বুড়ির বাড়িতে গিয়ে দেখলেন বুড়ি অসুস্থ। নবি (স.) কে দেখে বুড়ি ভীত হলেন। তিনি বুড়িকে ক্ষমা করে দিলেন এবং সেবাযত্ন দিয়ে সুস্থ করে তুললেন।

ক. কবি কাকে বুকভরা গান দেন?
খ. কবিকে যে পর করেছে তাঁকে আপন করার জন্য কেঁদে বেড়ান কেন?
গ. উদ্দীপকের ভাবের সাথে 'প্রতিদান' কবিতার মূলভাবের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "উদ্দীপক ও 'প্রতিদান' কবিতার ভাবার্থ ধারণ করলে একটি সুন্দর সমাজ গড়া সম্ভব"- বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

২. 'আমিত্ব'কে বলি দিয়া স্বার্থ ত্যাগ কর যদি,
পরের হিতের জন্য ভাব যদি নিরবধি।
নিজ সুখ ভুলে গিয়ে ভাবিলে পরের কথা,
মুছালে পরের অশ্রু- ঘুচালে পরের ব্যথা।
আপনাকে বিলাইয়া দীনদুঃখীদের মাঝে,
বিদূরিলে পর দুঃখ সকালে বিকালে সাঁঝে।
তবেই পাইবে সুখ আত্মার ভিতরে তুমি,
যা রুপিবে- তাই পাবে, সংসার যে কর্মভূমি।

ক. কবি জসীমউদ্‌দীন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন?
খ. 'প্রতিদান' কবিতায় কবি কোন বিষয়ে আলোকপাত করেছেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকটি 'প্রতিদান' কবিতার সঙ্গে কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "মিল থাকলেও উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'প্রতিদান' কবিতার মূলভাব পুরোপুরি এক নয়।"- মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর।

৩. মসজিদে কাল শিরনি আছিল, অঢেল গোস্ত রুটি
বাঁটিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি,
এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন
বলে, বাবা, আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা- "ভ্যালা হলো দেখি লেঠা,
ভুখা আছ মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নামাজ পড়িস বেটা?"

ক. 'করব' কবিতাটির রচয়িতার নাম কী?
খ. "আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর।"- ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের মোল্লা সাহেবের সঙ্গে 'প্রতিদান' কবিতার কার বৈসাদৃশ্য রয়েছে?
ঘ. "উদ্দীপকের মোল্লা সাহেব যদি 'প্রতিদান' কবিতার কবির চেতনা ধারণ করত তবে মুসাফিরকে অভুক্ত থাকতে হতো না।" মন্তব্যটির যথার্থতা নির্ণয় কর।

৪. অনুজের হস্ত ধরিয়া নিকটে বসাইয়া হাসান বলিতে লাগিলেন, ভাই স্থির হও। আমি আমার বিষদাতাকে চিনি। ... যাহা হউক ভাই, তাহার নাম আমি কখনোই মুখে আনিব না। তাহার প্রতি আমার রাগ, হিংসাদ্বেষ কিছুই নাই। ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার বিষদাতার মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব।

ক. কবি কার কূল বাঁধেন?
খ. "কাঁটা পেয়ে তার ফুল করি দান সারাটি জনমভর"- চরণটি ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের হাসানের কর্মকাণ্ডে 'প্রতিদান' কবিতার কবির কোন গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে?
ঘ. "উদ্দীপকের বিষদাতা 'প্রতিদান' কবিতার নিষ্ঠুর মানুষদের প্রতিনিধি"- মন্তব্যটির সপক্ষে মতামত দাও।

৫. বাদশা বাবর কাঁদিয়া ফিরিছে, নিদ নাহি চোখে তাঁর-
পুত্র তাঁহার হুমায়ুন বুঝি বাঁচে না এবার আর।
.....
হেনকালে এক দরবেশ উঠি কহিলেন-'সুলতান,
সবচেয়ে তব শ্রেষ্ঠ যে-ধন দিতে যদি পার দান,
খুশি হয়ে তবে বাঁচাবে আল্লাহ বাদশাজাদার প্রাণ।'
.....
'তাই যদি হয়, প্রস্তুত আমি দিতে সেই কুরবানি'
.....
মোর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় আমারি আপন প্রাণ
তাই নিয়ে প্রভু পুত্রের প্রাণ কর মোরে প্রতিদান।'

ক. 'প্রতিদান' শব্দের অর্থ কী?
খ. 'প্রতিদান' কবিতায় প্রতিদান হিসেবে কবি কী কী করতে চেয়েছেন?
গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে 'প্রতিদান' কবিতার কোন বিষয়ের মিল রয়েছে?
ঘ. উদ্দীপকটি 'প্রতিদান' কবিতার সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করে কি?- বিশ্লেষণ কর।

তাহারেই পড়ে মনে

১. "বহুদিন পরে মনে পড়ে আজি পল্লীমায়ের কোল,
ঝাউশাখে সেথা বনলতা বাঁধি, হরষে খেয়েছি দোল,
কুলের কাঁটার আঘাত সহিয়া কাঁচাপাকা কুল খেয়ে,
অমৃতের স্বাদ যেন লভিয়াছি গাঁয়ের দুলালী মেয়ে।"

ক. 'পাথার' শব্দের অর্থ কী?
খ. "কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী।" – পঙ্‌ক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।
গ. উদ্দীপকের ভাববস্তুর সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার ভাববস্তুর বৈসাদৃশ্য আলোচনা কর।
ঘ. উদ্দীপকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূল সুর প্রতিফলিত হয়েছে কি? তোমার মতামত দাও।

২. "চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন।
দূর শাখে পিক ডাকে বিরামবিহীন॥
অধীর সমীর-ভরে উচ্ছ্বসি বকুল ঝরে,
গন্ধ-সনে হল মন সুদূরে বিলীন।
পুলকিত আম্রবীথি ফাল্গুনেরই তাপে,
মধুকর গুঞ্জরনে ছায়াতল কাঁপে।
কেন আজি অকারণে সারা বেলা আনমনে
পরানে বাজায় বীণা কে গো উদাসীন॥"

ক. "কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি" – কার কথা বলা হয়েছে?
খ. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিকে নাটকীয় গুণসম্পন্ন কবিতা বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকের বসন্ত বর্ণনার সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার বসন্ত বর্ণনার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আলোচনা কর।
ঘ. উদ্দীপকের মূলসুর 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৩. রত্না ও রতনের দাম্পত্য জীবন বেশ সুখে-শান্তিতেই কাটছিল। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করল রতন। কালের বিবর্তনে জীবন নামের একজন ভালো মানুষের সাথে রত্নার পুনরায় বিয়ে হলেও প্রথম স্বামীর স্মৃতি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেনি সে। কেননা, প্রথম স্বামী ছিল তার সকল কাজের সহযোগী ও প্রেরণাদাতা। প্রতি বসন্তে রত্না তাই প্রথম স্বামীর কথা বিশেষভাবে স্মরণ করে নীরবে কাঁদে। কারণ, তার ভালোবাসার মানুষটি বসন্তকালের পূর্বলগ্নেই তাঁকে ছেড়ে চির বিদায় নিয়েছে।

ক. "কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি"- কার কথা বলা হয়েছে?
খ. "পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে" বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার বিষয়বস্তু ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে।- বুঝিয়ে লেখ।
ঘ. "উদ্দীপকের রত্না আর 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার কবির কষ্ট একসূত্রে গাথা।"- বিশ্লেষণ কর।

CamScanner

৪. [illegible]

ক. [illegible]
খ. [illegible]
গ. [illegible]
ঘ. [illegible]

৫. [illegible]

ক. [illegible]
খ. [illegible]
গ. [illegible]
ঘ. [illegible]

আঠারো বছর বয়স

১. [illegible]

ক. [illegible]
খ. [illegible]
গ. [illegible]
ঘ. [illegible]

২. [illegible]

ক. [illegible]
খ. [illegible]
গ. [illegible]
ঘ. [illegible]

৩. [illegible]

ক. [illegible]
খ. [illegible]
গ. [illegible]
ঘ. [illegible]

৪. [illegible] মাটির তখনও মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। কেউ সাহায্যে এগিয়ে আসছে না, পুলিশ মামলার ভয়ে। সিয়াম কোনো কিছু না ভেবেই মাটির মাথাটিকে নিয়ে যায় মেডিকেলে।

ক. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন দৈনিক পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন?
খ. "আঠারো বছর বয়স মাথা নোয়াবার নয়" - কেন?
গ. উদ্দীপকের সিয়ামের মানসিকতার যে দিকটি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মধ্যে বিদ্যমান তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের মূলভাব 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূলভাবের দ্যোতক - আলোচনা কর।

৫. 'আমরা নূতন যৌবনেরই দূত।
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।
আমরা বেড়া ভাঙি,
আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি।
ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই—আমরা বিদ্যুৎ।
আমরা করি ভুল-
অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে পাই কূল।
যেখানে ডাক পড়ে জীবন মরণ ঝড়ে আমরা প্রস্তুত।'

ক. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কত বছর বয়সে মারা যান?
খ. 'আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়'-বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
গ. উদ্দীপকের প্রথম চরণের ভাবের সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার ভাবগত মিল দেখাও।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে' চরণটি ব্যাখ্যা কর।

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

১. "শাবাশ, বাংলাদেশ,
এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়।
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার–
তবু মাথা নোয়াবার নয়।"
ক. 'হরিৎ উপত্যকা' অর্থ কী?
খ. "সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা" – ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের সাথে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কোন অংশের সাদৃশ্য রয়েছে? আলোচনা কর।
ঘ. "উদ্দীপকটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার মর্মবাণীকে পুরোপুরি ধারণ করে না" – মন্তব্যটি নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা কর।

২. ১৯৯০ সালের ১০ নভেম্বর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ঢাকার রাস্তায় অংশ নিয়েছিল সাধারণ মানুষ। ওই দিন নূর হোসেন তার বুকে-পিঠে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' স্লোগান লিখে মিছিলের প্রথম সারিতে আত্মাহুতি দিয়েছিল স্বৈরশাসকের গুলিতে। দিনটিকে 'গণতন্ত্র মুক্তি দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
ক. কোন পত্রিকায় শামসুর রাহমানের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়?
খ. 'সারা দেশ ঘাতকের অশুভ আস্তানা' – এই উক্তির দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকের নূর হোসেন চরিত্রটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার সঙ্গে কি সাদৃশ্যপূর্ণ? কীভাবে? আলোচনা কর।
ঘ. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯" কবিতার আলোকে উদ্দীপকের 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' উক্তিটির স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

৩. কপালে কব্জিতে লাল সালু বেঁধে
এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক
লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক
হাতের মুঠোয় মৃত্যু, চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত,
নিম্নবিত্ত, করুণ কেরানি, নারী, বৃদ্ধ, ভবঘুরে
আর তোমাদের মত শিশু পাতা-কুড়ানিরা দল বেঁধে।
ক. শহরের পথে থরে থরে কী ফুটেছে?
খ. "এ-রঙের বিপরীত আছে অন্য রং" বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার যে সাদৃশ্য নির্দেশ করে তার পরিচয় দাও।
ঘ. "উদ্দীপকের বক্তব্য 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার খণ্ডাংশ" যৌক্তিকতা দেখাও।

৪. পরিচয়ে আমি বাঙালি, আমার আছে ইতিহাস গর্বের-
কখনোই ভয় করিনিকো আমি উদ্যত কোন খড়গের!
শত্রুর সাথে লড়াই করেছি, স্বপ্নের সাথে বাস;
অস্ত্রেও শান দিয়েছি যেমন শস্য করেছি চাষ;
একই হাসি মুখে বাজিয়েছি বাঁশি গলায় পড়েছি ফাঁস
আপস করিনি কখনোই আমি- এই হলো ইতিহাস।
ক. সালাম কখন আবার পথে নামে?
খ. 'সেই ফুল আমাদের প্রাণ'- বুঝিয়ে দাও।
গ. উদ্দীপকের ইতিহাস প্রসঙ্গ এবং 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার ঐতিহ্য চেতনার সাদৃশ্য নির্ণয় কর।
ঘ. "উদ্দীপকের প্রতিফলিত সংগ্রামী চেতনা যেন 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার ভাবসত্যের সংহতরূপ" - এ অভিমত মূল্যায়ন কর।

৫. ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ দুপুর বেলার অন্ত
বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায় বরকতেরই রক্ত।
হাজার যুগের সূর্যতাপে জ্বলবে এমন লাল যে,
সেই লোহিতেই লাল হয়েছে কৃষ্ণচূড়ার ডাল যে।
প্রভাতফেরির মিছিল যাবে ছড়াও ফুলের বন্যা,
বিষাদ গীতি গাইছে পথে তিতুমিরের কন্যা।
ক. আমি আর আমার মতোই বহু লোক রাত্রি-দিন ভূলুণ্ঠিত কোথায়?
খ. একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং- ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কোন দিকের সমর্থন মেলে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার সমগ্র চেতনাকে ধারণ করেনি- বিশ্লেষণ কর।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

১. পরিচয়ে আমি বাঙালি, আমার আছে ইতিহাস গর্বের–
কখনই ভয় করিনিকো আমি উদ্যত কোনো খড়্গের।
শত্রুর সাথে লড়াই করেছি, স্বপ্নের সাথে বাস;
অস্ত্রেও শান দিয়েছি যেমন শস্য করেছি চাষ;
একই হাসি মুখে বাজিয়েছি বাঁশি, গলায় পড়েছি ফাঁস
আপস করিনি কখনই আমি– এই হলো ইতিহাস।
ক. 'কিংবদন্তি' শব্দের অর্থ কী?
খ. "তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল।" – বুঝিয়ে লেখ।
গ. উদ্দীপকের ইতিহাস প্রসঙ্গ এবং 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় ঐতিহ্যচেতনার সাদৃশ্য নির্দেশ কর।
ঘ. "উদ্দীপকে প্রতিফলিত সংগ্রামী চেতনা যেন 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার ভাবসত্যের সংহত রূপ।" – এ অভিমত মূল্যায়ন কর।

২. আসমানের তারা সাক্ষী
সাক্ষী এই জমিনের ফুল, এই
নিশিরাইত বাঁশ বাগান বিস্তর জোনাকি সাক্ষী
সাক্ষী এই জারুল জামরুল, সাক্ষী
পুবের পুকুর, তার ঝাঁকড়া ডুমুরের ডালে স্থির দৃষ্টি
মাছরাঙা আমাকে চেনে
আমি কোনো অভ্যাগত নই
খোদার কসম আমি ভিনদেশি পথিক নই
আমি কোনো আগন্তুক নই।
ক. 'করতল' শব্দের অর্থ কী?
খ. 'সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
গ. উদ্দীপক এবং 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? বর্ণনা কর।
ঘ. "উদ্দীপকে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় উল্লিখিত ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা অনুপস্থিত" – মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

৩. মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি।
মোরা নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি
মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি।
মোরা একখানা ভালো ছবির জন্য যুদ্ধ করি
মোরা সারা বিশ্বের শান্তি বাঁচাতে আজকে লড়ি।
ক. প্রবহমান নদী কাকে ভাসিয়ে রাখে?
খ. 'ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
গ. 'উনোনের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালার কথার' সাথে উদ্দীপকের চেতনার ঐক্য নির্দেশ কর।
ঘ. উক্ত ঐক্যের প্রেক্ষাপট 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কতটুকু সার্থক- মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

CamScanner

৪. খ্যাতিমান সমাজবিজ্ঞানী ড. সামাদ তরুণ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের এ বাংলাদেশের ইতিহাস শোষণ আর বঞ্চনার। কৃষিই ছিল আমাদের পূর্বপুরুষের প্রধান অবলম্বন আর ছিল মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প, মৎস্যজীবিতা। আমাদের পূর্বপুরুষদের বা তাদের পেশার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ে জাতি হিসেবে আমরা উন্নতি করতে পারব না। বিদেশি শোষকের নির্মম অত্যাচার সহ্য করে আমাদের পূর্বপ্রজন্ম আমাদের জন্য বর্তমানের যে ভিত তৈরি করেছিলেন, তাই-ই আমাদের শিল্প-সাহিত্যের মৌলিক প্রেরণা।"

ক. জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কী?

খ. "তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল"- ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের বিদেশি শোষকের অত্যাচার 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কোন প্রসঙ্গকে মনে করিয়ে দেয়? কেন?

ঘ. "উদ্দীপকের ড. সামাদ এবং 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কবি চৈতন্যগত দিক থেকে অভিন্ন।"- মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

৫. আমার বাংলাদেশ যেন কৃষকের মাথায় উষ্ণীষ, যেন বন্যাহারা মাঝির পালে দুরন্ত হাওয়া, এগিয়ে নেওয়া স্রোতধারায় মৎস্যজীবীর গান, ফসলের মাঠে গোলাবারুদ যেন কাঁচা সোনা ধান। আমার সোনার দেশ যেন পোশাককর্মীর সুচ, আমার আশার আলো যেন প্রবাসে কাজ পাওয়া নতুন উদ্যোগে শিল্পকলা, কবিতা আর গান গাওয়া। আমার রক্তে জন্ম নেওয়া শাশ্বত সবুজ।

ক. 'কিংবদন্তি' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি'- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কোন বিষয়টি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? আলোচনা কর।

ঘ. 'কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের বীজমন্ত্র যে কবিতা তা আমার বাংলারই চেতনা।' উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতা অবলম্বনে বিশ্লেষণ কর।

❑ সহপাঠ:

লালসালু (উপন্যাস)

১. মুরাদপুর একটি অবহেলিত গ্রাম। গ্রামটি যোগাযোগ ব্যবস্থায় যেমন পিছিয়ে তার চেয়ে বেশি শিক্ষায়। নারী শিক্ষায় পিছিয়ে থাকায় গ্রামে বাল্যবিবাহ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। গ্রামের ছেলে মনির হোসেন এমএসসি পাস করে সরকারি চাকরির সুযোগ পেয়েও গ্রহণ করেননি। তিনি গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন একটি বালিকা বিদ্যালয়। এছাড়াও সেলাই ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে মেয়েদের কর্মমুখী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেন।

ক. খালেক ব্যাপারীর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম কী?

খ. "শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি," – কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের মুরাদপুর গ্রামের সমাজ বাস্তবতার সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের মহব্বতনগর গ্রামের সমাজ বাস্তবতার তুলনা কর।

ঘ. "উদ্দীপকের মনির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারলেও 'লালসালু' উপন্যাসের আক্কাস সফল হয়নি।" – আলোচনা কর।

২. মসজিদে কাল শিরনি আছিল, – অঢেল গোস্ত রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি,
এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন
বলে, "বাবা, আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন।
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা – 'ভ্যালা হলো দেখি লেঠা,
ভুখা আছ, মর গো-ভাগাড়ে নিয়ে! নমাজ পড়িস বেটা?
ভুখারি কহিল, 'না বাবা!' মোল্লা হাঁকিল - 'তা হলে শালা
সোজা পথ দেখ!' গোস্ত-রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা।"

ক. 'লালসালু' উপন্যাসে উল্লিখিত আক্কাসের বাপের নাম কী?

খ. 'বিশ্বাসের পাথরে খোদাই সে চোখ' – ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপক অনুসারে 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ চরিত্রটির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলে ধর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'লালসালু' উপন্যাসের মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ কর।

৩. ফয়জুল্লাহপুর একটি গ্রামীণ শহর। ধান-সুপারির মৌসুমে এখানকার সকলের হাতেই টাকা-পয়সা থাকে। হাট-বাজারে থাকে লোকের ভিড়। এ সময়ে ভিক্ষুকের আগমনও বেড়ে যায়। একদল ভিখারি হামাগুড়ি দেয় আর সুর করে 'আল্লা দে, আল্লা দেয়' বলে বলে ভিক্ষা চায়। তাদের বিচিত্র সুরে ফয়জুল্লাহপুরের মানুষের মন গলে; কেউ টাকা বা আধুলি ফেলে যায় থালায়। ব্যাপারটা এখানকার স্থানীয় ভিক্ষুকদের সহ্য হয় না। তারা লাঠিসোঁটা নিয়ে এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ক. ধলা মিয়া কে?

খ. 'দলিল-দস্তাবেজ জাল হয়, কিন্তু খোদাতালার কালাম জাল হয় না।' – এককথার তাৎপর্য কী?

গ. 'লালসালু' উপন্যাসের কোন কোন ঘটনার সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য রয়েছে – ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মজিদের সাথে ফকিরদের উদ্দেশ্যগত মিল থাকলেও আচরণগত অমিল রয়েছে – মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

৪. দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি বিদ্যা অর্জন করে জনাব মোশারফের ছেলে বাপ্পী বিনয়পুর গ্রামে একটি হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু অশিক্ষিত গ্রামবাসী এর প্রতিবাদ জানায়। গ্রামবাসী মনে করে হাসপাতাল তৈরি হলে কাটাছেঁড়া করতে গিয়ে ডাক্তাররা মানুষ মেরে ফেলবে। তাদের কাছে ডাক্তার মানেই কসাই। তার চেয়ে গ্রামের কবিরাজ, ফকির-বৈদ্য, ঝাড়ফুঁকই তাদের জন্য মঙ্গল। কসাই ডাক্তারখানার দরকার নেই।

ক. আক্কাসের বাবার নাম কী?

খ. 'দুনিয়াটা বড় বিচিত্র জায়গা'- ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপক ও 'লালসালু' উপন্যাসের সাদৃশ্য আছে কি? বর্ণনা কর।

ঘ. 'লালসালু'র আক্কাস ও উদ্দীপকের বাপ্পীর মানসিকতা মূল্যায়ন কর।

৫. কাজীপুর গ্রাম থেকে শহর অনেকটা দূরে অবস্থিত। প্রকৃতি উদার হাতে এ অঞ্চলের মানুষকে শস্যে ও সম্পদে সুখী রেখেছে। এ অঞ্চলের মানুষের দিন কাটে ফসলের খেতে, গৃহস্থালি কাজে, হাসি-উৎসবে ও প্রচলিত বিশ্বাসে। এ গ্রামের মাতব্বর ফরমান আলীর বাড়িতে এক পড়ন্ত বিকেলে মতলব মিয়া নামে অচেনা এক দরবেশের আগমন। দুর্গম পথ পার হয়ে আসা মতলব মিয়ার চোখে-মুখে আশঙ্কা, উদ্বেগ ও স্বপ্নের বিচিত্র আভাস। সবার সামনে সে নিজেকে পীর হিসেবে পরিচয় দিয়ে নানা রকম অলৌকিক কর্মকাণ্ডের গল্প বলতে শুরু করে।

ক. "মরা মানুষ জিন্দা হয় ক্যামনে?"- উক্তিটি কার?

খ. "গ্রামের লোকেরা যেন রহিমারই অন্য সংস্করণ।"- ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের মতলব মিয়া এবং 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ আত্মপরিচয়দানে ও আত্মপ্রকাশে কতটা অভিন্ন? বিশ্লেষণ কর।

ঘ. উদ্দীপকের গ্রামজীবন যেন 'লালসালু' উপন্যাসের গ্রামজীবনের খণ্ডিতরূপ। -এ মন্তব্য কতটা যৌক্তিক? মূল্যায়ন কর।

সিরাজউদ্দৌলা (নাটক)

১. মির্জা জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবার ছিলেন ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মৃত্যুর পর বড় ছেলে হুমায়ুন অল্প বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, সিংহাসনে আরোহণের পরই নানামুখী ষড়যন্ত্র শুরু হয়। তথাপি সাহসিকতার সাথে তরুণ হুমায়ুন তাঁর শাসনকার্য চালিয়ে যান। হুমায়ুন তাঁর অন্যান্য ভাইসহ আত্মীয়- স্বজনদের কাছ থেকে অসহযোগিতা পাওয়া সত্ত্বেও শক্ত হাতে সবকিছু ধরে রাখতে সক্ষম হন।

ক. রবার্ট ক্লাইভ কাকে সেরা বিশ্বাসঘাতক বলেছেন?

খ. "কত বড় শক্তি, তবু কত তুচ্ছ।" – উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের হুমায়ুনের সিংহাসনে আরোহণ এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনে আরোহণের সাদৃশ্য তুলে ধর।

ঘ. "আংশিক সাদৃশ্য থাকলেও হুমায়ুন ও সিরাজউদ্দৌলার পরিণতি এক নয়" – বিশ্লেষণ কর।

CamScanner

২. বিরাট শিল্পপতি শফিকুর রহমান পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁর প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকার করে যান তাঁর দৌহিত্র রাশেদকে। রাশেদ তাঁর কনিষ্ঠ কন্যার পুত্র। শফিক সাহেবের জ্যেষ্ঠ কন্যা দিলারা বেগম বাবার এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়। বাবার মৃত্যুর পর সম্পত্তির মালিকানা পাবার জন্য রাশেদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে দিলারা বেগম। ক্ষমতার লোভ মানুষকে হিংসায় উন্মত্ত করে তোলে।

ক. রাইসুল জুহালার প্রকৃত নাম কী?

খ. 'দওলত আমার কাছে ভগবানের দাদা মশায়ের চেয়ে বড়' – উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের দিলারা বেগমের সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কার মিল রয়েছে আলোচনা কর।

ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৩. ঢাকা জেলার নিচু এলাকার জলাভূমিগুলো ভূমিদস্যুদের কবলে পড়ে ক্রমাগত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। দিনের পর দিন মাটি ফেলে ভরাট করা হচ্ছে ঐসব জলাশয়। ফলে ঢাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন লুপ্ত হচ্ছে তেমনি নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য। সচেতন নাগরিক সমাজ জোরালো প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। মানববন্ধন, অবস্থান ধর্মঘটসহ নানা কর্মসূচি পালন করেছে তারা। কিন্তু ভূমিদস্যুদের তৎপরতা বন্ধ হয় না কিছুতেই।

ক. কলকাতা থেকে তাড়া খেয়ে ড্রেক দলবলসহ কোন জাহাজে আশ্রয়গ্রহণ করে?

খ. "সবাই মিলে আমরা বাংলাকে বিক্রিয় করে দিচ্ছি না তো?" উক্তিটি কে, কেন করেছে?

গ. উদ্দীপকের সচেতন নাগরিক সমাজের সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সিরাজউদ্দৌলার সাদৃশ্য দেখাও।

ঘ. "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের ভূমিদস্যুদের এবং 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের ইংরেজদের মনোভাব এক ও অভিন্ন।" – বিশ্লেষণ কর।

৪. অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে স্বৈরাচারী পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করেছেন। ১৯৫২, ১৯৬৯ এবং শেষ পর্যন্ত উনিশ শত একাত্তর সনে এসে তাঁরই নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রকারী দালালরা থেমে থাকেনি। তাঁর উদারতার সুযোগে তারা এদেশে আবার শিকড় গেড়ে বসে। শুরু হয় নতুন ষড়যন্ত্র। তারই চরম পরিণতি হয় উনিশ শত পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট।

ক. মিরজাফর কে?

খ. "শুধু ওই একটি পথেই আবার আমরা উভয়ে উভয়ের কাছাকাছি আসতে পারি।"- কীভাবে?

গ. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সাথে উদ্দীপকের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কোনো সাদৃশ্য আছে কি? আলোচনা কর।

ঘ. উদ্দীপকের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং নাটকের সিরাজউদ্দৌলা উভয়ে আপনজনের ষড়যন্ত্রের শিকার হলেও উদ্দীপকের সাথে নাটকের বৈসাদৃশ্য রয়েছে। আলোচনা কর।

৫. মধুমতি নদীতে জেগে উঠেছে চান্দের চর। পলিময় উর্বর সে ভূমি। দেখলে যে কারওরই চোখ টাটায়। মন্তু মিয়াও এর বাইরে নয়। কিন্তু এলাকার প্রবল প্রতাপশালী জমিদারের সঙ্গে লড়বে কে? মন্তু মিয়া তাই গোপনে হাত মেলায় জমিদারের জ্ঞাতি ভাই গজনবী চৌধুরীর সঙ্গে। তার সহায়তায় মন্তু মিয়া এবং তার লাঠিয়াল বাহিনী চরটি দখল করে নেয়। এবার মন্তু মিয়ার নতুন চরের দায়িত্ব নেওয়ার পালা। সে গজনবী চৌধুরীর উপস্থিতি ও দোয়া ছাড়া চান্দের চরের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করে। এভাবেই নদীর বুকে জেগে ওঠা নতুন চর চিরকালের জন্য জমিদারের হাতছাড়া হয়ে যায়।

ক. সিরাজউদ্দৌলার শ্বশুরের নাম কী?

খ. "আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে।"- বুঝিয়ে দাও।

গ. উদ্দীপকের মন্তু মিয়ার সঙ্গে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের মিরজাফর চরিত্রের তুলনা কর।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের বেদনাবহ পরিণতির খণ্ডচিত্র।"- আলোচনা কর।

লেখক/কবি পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম কত খ্রিস্টাব্দে?
২. রবীন্দ্রনাথ কত খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
৩. 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদের নাম কী?
৪. 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থটি প্রথম কত সালে প্রকাশিত হয়?
৫. রবীন্দ্রনাথের গল্প-সংকলনের নাম কী?
৬. রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সংকলনের নাম কী?
৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে কত সালে ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করে?
৮. রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে কোন গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন?
৯. 'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকা লিখে দেন কে?
১০. রবীন্দ্রনাথের দুটি অতি প্রাকৃত গল্পের নাম লেখ।
১১. রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখ।
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত পাঁচটি নাটকের নাম লেখ।
১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বিখ্যাত পাঁচটি উপন্যাসের নাম লেখ।
১৪. 'গীতাঞ্জলি' সম্পর্কে সংক্ষেপে পাঁচ বাক্যে লেখ।
১৫. 'শেষের কবিতা' কী? সংক্ষেপে লেখ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-

১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
২. শরৎচন্দ্রের আত্মচরিতমূলক উপন্যাস কোনটি?
৩. 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস কয় খণ্ডে প্রকাশিত?
৪. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পাঁচটি উপন্যাসের নাম উল্লেখ কর।

কাজী নজরুল ইসলাম-

১. কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যু সাল লেখ।
২. কাজী নজরুল ইসলামের পিতা ও মাতার নাম কী?
৩. নজরুল ছোটবেলায় কোন গানের দলে যোগ দেন?
৪. নজরুল দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন কত বছর বয়সে?
৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নজরুলকে ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করে কত সালে?
৬. নজরুলের বাজেয়াপ্ত গ্রন্থগুলো কী কী?
৭. নজরুল কোন চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন?
৮. 'ধূমকেতু' পত্রিকাটি প্রথম কত সালে প্রকাশিত হয়?
৯. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত বিখ্যাত পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখ।
১০. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উপন্যাসগুলোর নাম লেখ।
১১. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত বিখ্যাত তিনটি নাটকের নাম লেখ।
১২. 'অগ্নিবীণা' কাব্য সম্পর্কে অনধিক পাঁচ বাক্যে লেখ।
১৩. 'বিদ্রোহী' কবিতা সম্পর্কে অনধিক পাঁচ বাক্যে লেখ।

আবুল ফজল-

১. আবুল ফজলের জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
২. আবুল ফজলের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল নাম কী?
২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম কোথায়?
৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কার কার মতবাদে প্রভাবিত ছিলেন?
৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন রোগে আক্রান্ত ছিলেন?
৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পাঁচটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম লেখ।
৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পাঁচটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থের নাম লেখ।
৭. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

CamScanner

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম কোথায় ও কত তারিখে?
২. বঙ্গবন্ধুর পিতার নাম কী?
৩. বঙ্গবন্ধুর মায়ের নাম কী?
৪. বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীর নাম কী?
৫. বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির জনক' উপাধি দেন কে? কত তারিখে?
৬. পাকিস্তান থেকে বঙ্গবন্ধু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন কত তারিখে?
৭. বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' বলেছেন কে?
৮. বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
৯. বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ ও অনুবাদকের নাম লেখ।
১০. বঙ্গবন্ধু-রচিত তিনটি গ্রন্থের নাম লেখ।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-

১. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-এর পূর্ণনাম কী?
২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-এর জন্ম কোথায়?
৩. তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায়?
৪. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-এর মৃত্যু হয় কখন, কীভাবে?
৫. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস পেশায় কী ছিলেন?
৬. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত উপন্যাস কয়টি ও কী কী?
৭. তাঁর রচিত প্রবন্ধ-সংকলনটির নাম কী?
৮. তাঁর রচিত গল্পের সংখ্যা কত?
৯. 'রেইনকোট গল্প' অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম কী?
১০. 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত পাঁচটি গল্পগ্রন্থের নাম লেখ।

জসীমউদ্‌দীন-

১. 'কবর' কবিতার রচয়িতা কে? কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
২. জসীমউদ্‌দীনের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ কর।
৩. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ কোনটি? এটি কে অনুবাদ করেন?
৪. জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

সুফিয়া কামাল-

১. সুফিয়া কামালের জন্ম কোথায় ও কত খ্রিস্টাব্দে?
২. সুফিয়া কামালের পৈতৃক নিবাস কোথায়?
৩. সুফিয়া কামালের প্রথম স্বামীর নাম কী?
৪. সুফিয়া কামালের মা কোন নবাব পরিবারের মেয়ে ছিলেন?
৫. 'একাত্তরের ডায়েরি' সুফিয়া কামালের কোন ধরনের রচনা?
৬. সুফিয়া কামালের বিখ্যাত ৪টি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখ।
৭. সুফিয়া কামালের 'সাঁঝের মায়া' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখেন কে?
৮. 'জননী সাহসিকা' কার উপাধি?
৯. সুফিয়া কামালের পিতার নাম কী?
১০. সুফিয়া কামালের মৃত্যু কত সালে?

সুকান্ত ভট্টাচার্য-

১. সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম কোথায়?
২. তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায়?
৩. সুকান্ত ভট্টাচার্যের উপাধি কী?
৪. সুকান্ত ভট্টাচার্যের ২টি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখ।
৫. তাঁর সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থটির নাম কী?
৬. তিনি কোন পত্রিকার 'কিশোরসভা' অংশের আমৃত্যু সম্পাদক ছিলেন?
৭. 'হরতাল' কোন ধরনের রচনা?
৮. সুকান্ত কত বছর বয়সে কত সালে মারা যান?

শামসুর রাহমান-

১. শামসুর রাহমানের পৈতৃক নিবাস কোথায়?
২. শামসুর রাহমানের জন্ম কোথায়, কত সালে?
৩. কোন পত্রিকায় সাংবাদিতকা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়?
৪. শামসুর রাহমানের প্রথম কবিতা কোন পত্রিকায়, কত সালে প্রকাশিত হয়?
৫. শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
৬. শামসুর রাহমানের বিখ্যাত পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখ।
৭. শামসুর রাহমানের দুটি অনুবাদ গ্রন্থের নাম লেখ।
৮. শামসুর রাহমানের মৃত্যু কত সালে?

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ-

১. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ'র জন্ম কোথায়?
২. তাঁর পূর্ণনাম কী?
৩. তাঁর পিতার নাম কী?
৪. তাঁর পিতা পেশায় কী ছিলেন?
৫. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ বাংলাদেশ সরকারের কীসের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন?
৬. তাঁর কবিতায় কোন বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে?
৭. তিনি সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন কত সালে?
৮. তাঁর বিখ্যাত চারটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-

১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র জন্ম কোথায়?
২. তাঁর পৈতৃক-নিবাস কোথায়?
৩. তাঁর পিতার নাম কী?
৪. তাঁর পিতা পেশায় কী ছিলেন?
৫. তাঁর মা মারা যান কত বছর বয়সে?
৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র ৩টি উপন্যাসের নাম লেখ।
৭. তাঁর ৩টি নাটকের নাম লেখ।
৮. তাঁর ২টি গল্পগ্রন্থের নাম লেখ।
৯. তিনি কীসের জন্য 'আদমজি পুরস্কার' লাভ করেন?
১০. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র মৃত্যু হয় কোথায়, কত তারিখে?

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-

১. বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম কোথায়?
২. বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার নাম কী?
৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পেশায় কী ছিলেন?
৪. কোন পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে বঙ্কিমের সাহিত্য চর্চা শুরু?
৫. বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী? এটি প্রথম কতসালে প্রকাশিত হয়?
৬. বঙ্কিমের ছদ্মনাম কী?
৭. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস কোনটি? এটি প্রথম কতসালে প্রকাশিত হয়?
৮. বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা কত?
৯. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক রোমান্সধর্মী উপন্যাস কোনটি?
১০. বঙ্কিমের ত্রয়ী-উপন্যাস বলা হয় কোন কোন উপন্যাসকে।
১১. বাংলা সাহিত্যের 'সাহিত্যসম্রাট' বলা হয় কাকে?
১২. বঙ্কিমচন্দ্রের পাঁচটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম লেখ।
১৩. বঙ্কিমচন্দ্র রচিত তিনটি বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থের নাম লেখ।
১৪. বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয় কতসালে?

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-

১. বিভূতিভূষণের জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে লেখ।
২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পেশায় কী ছিলেন?
৩. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি প্রথম কত সালে প্রকাশিত হয়?
৪. বিভূতির কালজয়ী যুগল-উপন্যাস বলা হয় কোন দুটিকে?
৫. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বিখ্যাত পাঁচটি উপন্যাসের নাম লেখ।
৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত তিনটি গল্পগ্রন্থের নাম লেখ।
৭. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
৮. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গদ্যশৈলী' সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

CamScanner

আনিসুজ্জামান-
১. আনিসুজ্জামানের জন্ম কোথায়? কত খ্রিস্টাব্দে?
২. আনিসুজ্জামানের পিতার নাম কী?
৩. তিনি কোন বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন?
৪. তিনি কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন?
৫. তাঁর রচিত বিখ্যাত চারটি গ্রন্থের নাম লেখ।
৬. আনিসুজ্জামানের মৃত্যু হয় কোথায় এবং কত তারিখে?

গী দ্য মোপাসাঁ ও পূর্ণেন্দু দস্তিদার-
১. গী দ্য মোপাসাঁ'র জন্ম কোথায়?
২. গী দ্য মোপাসাঁ'র পূর্ণনাম কী?
৩. গী দ্য মোপাসাঁ'র পিতার নাম কী?
৪. গী দ্য মোপাসাঁ'র পারিবারিক বন্ধু ছিলেন কে?
৫. গী দ্য মোপাসাঁ'র সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
৬. পূর্ণেন্দু দস্তিদার-এর জন্ম কোথায়?
৭. পূর্ণেন্দু দস্তিদার-এর মৃত্যু হয় কত তারিখে?
৮. পূর্ণেন্দু দস্তিদার পেশায় কী ছিলেন?
৯. পূর্ণেন্দু দস্তিদার রচিত তিনটি গ্রন্থের নাম লেখ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত-
১. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম কোথায়? কত সালে?
২. মাইকেল মধুসূদন দত্তের পিতার নাম কী?
৩. মাইকেল মধুসূদনের ছদ্মনাম কী ছিল?
৪. তিনি কত খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন?
৫. তাঁর রচিত বিখ্যাত মহাকাব্যের নাম কী? এটি কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
৬. বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং একমাত্র পত্রকাব্য কোনটি?
৭. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক কোনটি?
৮. মধুসূদনের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
৯. তিনি কোন ছন্দের প্রবর্তন করেন?
১০. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট গ্রন্থের নাম কী?
১১. ধর্মান্তরিত হয়ে মাইকেল কোন কলেজে ভর্তি হন?
১২. মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিখ্যাত তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখ।
১৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত তিনটি নাটকের নাম লেখ।
১৪. 'মেঘনাদবধ' কাব্য সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
১৫. মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু হয় কোথায়, কত সালে?

জীবনানন্দ দাশ-
১. জীবনানন্দ দাশের জন্ম কোথায়? কত সালে?
২. জীবনানন্দ দাশের পিতার নাম কী?
৩. জীবনানন্দ দাশের মাতার নাম কী?
৪. জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু হয় কীভাবে?
৫. তাঁর মৃত্যু কোথায় এবং কত তারিখে হয়েছিল?
৬. জীবনানন্দ দাশকে 'শুদ্ধতম কবি' বলেছেন কে?
৭. তাঁকে 'নির্জনতম কবি' বলেছেন কে?
৮. জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত ৫টি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখ।
৯. তাঁকে 'চিত্ররূপময় কবি' বলেছেন কে?
১০. তিনি কলকাতায় আহত হন কত তারিখে?

আল মাহমুদ-
১. আল মাহমুদের পূর্ণনাম কী?
২. আল মাহমুদের জন্ম ও মৃত্যু কোথায়?
৩. তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
৪. তাঁর সবচেয়ে সাড়া জাগানো সাহিত্যকর্ম কোনটি?
৫. তিনি কীসের কবি হিসেবে পরিচিত?
৬. তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
৭. আল মাহমুদের ৩টি গল্পগ্রন্থের নাম লেখ।
৮. আল মাহমুদের বিখ্যাত ৪টি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখ।
৯. 'সোনালী কাবিন' কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে অনধিক পাঁচ বাক্যে লেখ।
১০. আল মাহমুদের মৃত্যু হয় কত তারিখে?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-
১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তিনটি মৌলিক রচনার নাম লেখ।
২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে অনধিক পাঁচ বাক্যে লেখ।
৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রকৃত নাম কী? কোন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন?
৪. বাংলা গদ্যের জনক কে?
৫. বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিদ্যাসাগরের অবদান নির্দেশ কর।
৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অনধিক পাঁচ বাক্যে লেখ।

মীর মশাররফ হোসেন-
১. মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ কর।
২. বাংলা সাহিত্যে 'গাজী মিয়াঁ' ও 'উদাসীন পথিক' কে?
৩. 'বিষাদ সিন্ধু' উপন্যাস কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখিত হয়েছে? সংক্ষেপে লেখ।
৪. 'জমিদার দর্পণ' নাটকটি কার রচনা? কত সালে প্রকাশিত হয়?
৫. মীর মশাররফ হোসেনের 'গোজীবন' কোন ধরনের রচনা?
৬. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিকের নাম ও পরিচয় উল্লেখ কর।
৭. মীর মশাররফ হোসেনের পরিচয় দাও। সাহিত্যে তার অবদান উল্লেখ কর।

জহির রায়হান-
১. জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' কি ধরনের উপন্যাস?
২. জহির রায়হানের কতিপয় উপন্যাসের নাম কর।
৩. জহির রায়হান কর্তৃক নির্মিত তিনটি চলচ্চিত্রের নাম লেখ।

শওকত ওসমান-
১. শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক তিনটি গ্রন্থের নাম লেখ।
২. শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক একটি উপন্যাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৩. শওকত ওসমান রচিত পাঁচটি উপন্যাসের নাম লেখ।
৪. শওকত ওসমান রচিত তিনটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থের নাম লেখ।
৫. শওকত ওসমানের আসল নাম কী? তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

সারাংশ/সারমর্ম

সারাংশ

১. অতীতকে ভুলে যাও। অতীতের দুশ্চিন্তার ভার অতীতকেই নিতে হবে। অতীতের কথা ভেবে ভেবে অনেক বোকাই মরেছে। আগামীকালের বোঝা, অতীতের বোঝার সঙ্গে মিলে আজকের বোঝা সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যৎকেও অতীতের মতো দৃঢ়ভাবে দূরে সরিয়ে দাও। আজই তো ভবিষ্যৎ—কাল বলে কিছু নেই। মানুষের মুক্তির দিন তো আজই। ভবিষ্যতের কথা যে ভাবতে বসে সে ভোগে শক্তিহীনতায়, মানসিক দুশ্চিন্তায় ও স্নায়বিক দুর্বলতায়। অতএব, অতীতের এবং ভবিষ্যতের দরজায় আগল লাগাও, আর শুরু কর দৈনিক জীবন নিয়ে বাঁচতে।

২. আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিত্তের উপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাবার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ডবেগে শুধু আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে। মানুষ যদি এ মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে, তবে মনুষ্যত্ব কথাটাই হয়তো লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই, এবার উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়। উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজে পেলে আমাদের আত্মবিনাশ যে অনিবার্য তাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

৩. কোন সভ্য জাতিকে অসভ্য করবার ইচ্ছা যদি তোমার থাকে তাহলে তাদের সব বই ধ্বংস কর এবং সকল পণ্ডিতকে হত্যা কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। লেখক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতেরাই জাতির আত্মা। এই আত্মাকে যারা অবহেলা করে তারা বাঁচে না। দেশকে বা জাতিকে উন্নত করতে ইচ্ছা করলে সাহিত্যের সাহায্যেই তা করতে হবে। মানব মঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে, তার মধ্যে এটাই প্রধান ও সম্পূর্ণ। জাতির ভিতর সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি কর, আর কিছুর আবশ্যক নাই।

CamScanner

৪. খুব ছোট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সূর্যকে দেখা যায়, তেমনি ছোট ছোট কাজের ভেতর দিয়েও কোনো ব্যক্তির চরিত্রের পরিচয় ফুটে ওঠে। বস্তুত মর্যাদাপূর্ণভাবে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন ছোট ছোট কাজেই চরিত্রের পরিচয়। অন্যের প্রতি আমাদের ব্যবহার কিরূপ তাই হচ্ছে আমাদের চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। বড়, ছোট ও সমতুল্যের প্রতি সুশোভন ব্যবহার আনন্দের নিরবিচ্ছিন্ন উৎস।

৫. জাতি শুধু বাইরে ঐশ্বর্য-সম্ভার, দালান কোঠার সংখ্যা বৃদ্ধি কিংবা সামরিক শক্তির অপরাজেয়তায় বড় হয় না, বড় হয় অন্তরের শক্তিতে, নৈতিক চেতনায় আর জীবনপণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতায়। জীবনের মূলবোধ ছাড়া জাতীয় সত্তার ভিত কখনও শক্ত আর দৃঢ় হতে পারে না। মূল্যবোধ জীবনাশ্রয়ী হয়ে জাতি সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লেই তবে জাতি অর্জন করে মহত্ত্ব আর মহৎ যোগ্যতা।

৬. জাতিকে শক্তিশালী, শ্রেষ্ঠ, ধনসম্পদশালী, উন্নত ও সুখী করতে হলে শিক্ষা ও জ্ঞান বর্ষার বারিপাতের মত সর্বসাধারণের মধ্যে সমভাবে বিতরণ করতে হবে। দেশে সরল ও সহজ ভাষায় নানা প্রকারের পুস্তক প্রচার করলে এই কাজ সিদ্ধ হয়। শক্তিশালী দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষদের লেখনীর প্রভাবে একটা জাতির মানসিক ও পার্থিব অবস্থার পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সংশোধিত হয়ে থাকে। দেশের প্রত্যেক মানুষ তার ভুল ও কুসংস্কার, অন্ধতা ও জড়তা, হীনতা ও সংকীর্ণতাকে পরিহার করে একটা বিনয়-মহিমোজ্জ্বল উচ্চ জীবনের ধারণা করতে শেখে, মনুষ্যত্ব ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করাই ধর্ম মনে করে, আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন হয় এবং গভীর দৃষ্টি লাভ করে। তারপর বিরাট জাতির বিরাট দেহে বিরাট শক্তি জেগে ওঠে।

৭. প্রকৃত জ্ঞানের স্পৃহা না থাকলে শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত। তখন পরীক্ষায় পাসটাই বড় হয় এবং পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠায় জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে। এই কারণেই পরীক্ষায় পাস করা লোকের অভাব নেই আমাদের দেশে, কিন্তু অভাব আছে জ্ঞানীর। যেখানেই পরীক্ষা পাসের মোহ তরুণ ছাত্রছাত্রীদের উৎকণ্ঠিত রাখে, সেখানেই জ্ঞান নির্বাসিত জীবনযাপন করে। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে জগতের বুকে অক্ষয় আসন লাভ করতে হলে জ্ঞানের প্রতি তরুণসমাজকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। সহজ লাভ আপাতত সুখের হলেও পরিণামে কল্যাণ বহন করে না। পরীক্ষা পাসের মোহ থেকে মুক্ত না হলে তরুণসমাজের সামনে কখনই জ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচিত হবে না।

৮. বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। তাই বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন, মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়। তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। নইলে তার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা, সজীবতা ও সার্থকতার এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নেই।

৯. ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবাই হল জ্ঞানীর কাজ। পিঁপড়ে মৌমাছি পর্যন্ত যখন ভবিষ্যতের জন্য ব্যতিব্যস্ত, তখন মানুষের কথা বলাই বাহুল্য। ফকির সন্ন্যাসী যে ঘরবাড়ি ছেড়ে, আহার-নিদ্রা ভুলে, পাহাড়-জঙ্গলে চোখ বুঝে বসে থাকে, সেটা যদি নিতান্ত গঞ্জিকার কৃপায় না হয়, তবে বলতে হবে ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে ভেবে কোনো লাভ নেই। পণ্ডিতেরা তো বলে গেছেন, গতস্য শোচনা নাস্তি। আর বর্তমান সে তো নেই বললেও হয়। এই যেটা বর্তমান সেই- এই কথা বলতে বলতে অতীত হয়ে গেল। কাজেই নদীর তরঙ্গ গণনা আর বর্তমানের চিন্তা করা সমানই অনর্থক। ভবিষ্যতের মানব কেমন হবে সেটা একবার ভেবে দেখা উচিত।

১০. মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল, কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এ পুস্তকাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর অগ্নি কাল অক্ষরের শৃঙ্খলে কাল চামড়ার কারাগারে বেড়া দগ্ধ করিয়া একবার বাহির হইয়া আসে, কালের শঙ্খ রন্ধ্রে এ নীরব সহস্র বৎসর যদি এককালে ফুৎকার দিয়া উঠে তবে সে বন্ধন মুক্ত উচ্ছ্বসিত শব্দের স্রোতে দেশ-বিদেশে ভাসিয়া যাইত। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন শত শত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি এ পুস্তকাগারের মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে।

১১. যাকে বলা হয় গোপন ও নীরব সাধনা তা বৃক্ষেই অভিব্যক্ত, নদীতে নয়। তাছাড়া বৃক্ষের সার্থকতার ছবি যত সহজে উপলব্ধি করতে পারি, নদীর সার্থকতার ছবি তত সহজে উপলব্ধি করা যায় না। নদীর সাগরে পতিত হয় সত্য, কিন্তু তার ছবি আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই না। বৃক্ষের ফুল ফুটানো ও ফল ধরানোর ছবি কিন্তু প্রত্যহ চোখে পড়ে। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সে অনবরত নতি, শান্তি ও সেবার বাণী প্রচার করে।

১২. দুঃখ যত প্রবলভাবে মানুষের মনে আঘাত করে, সুখ ততটা করে না। সুখকে কোনো কোনো লোকে যত নিস্পৃহভাবে গ্রহণ করতে পারে, চেষ্টা করলেও দুঃখকে তত সহজে মনের গোপনে লুকিয়ে রাখতে পারে না। এজন্য জীবনে দুঃখের মূল্য বড় বেশি। আগে দুঃখ পেতে হবে, তবেই সমস্ত অনুভূতি সজাগ ও তীক্ষ্ণ হবে। ভুল করে যে দুঃখ পায়, তার ভুল করা সার্থক। আর ভুল করলেও যে নির্বিকার,- আত্ম-বিচার যার নাই- তার কাছে সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্য, অর্থশূন্য শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। [DU-B : 20-21]

১৩. বার্ধক্য তাই– যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে মৃতকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই– যাহারা মায়াচ্ছন্ন ; নব মানবের অভিনব অভিনব জয়যাত্রায় যাহারা শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন। শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না। যাহারা জীব হইয়াও জড়। যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণ স্তূপ আঁকড়াইয়া শুধু পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারই যাহারা নব অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোক পিয়াসী প্রাণচঞ্চল শিশুদের কলকোলাহলকে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করিতে থাকে। জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে। ইহাদের ধর্ম বার্ধক্য। বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি– যাহাদের যৌবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কঙ্কাল মূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি যাহাদের বার্ধক্যের জীর্ণবরণের তলে মেঘলুপ্ত সূর্যের মত প্রদীপ্ত যৌবন। তরুণ নামের জয়মুকুট শুধু তাহার, যাহার শক্তি অপরিসীম। গতিবেগ যাত্রার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ়-মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডপ্রায় ; বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তি হীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার সাধ, মৃত্যু যাহার মুষ্ঠিতলে।

১৪. মানুষের মূল্য কোথায়? চরিত্র, মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও কর্মে। বস্তুত চরিত্র বললেই মানুষের জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার আর কিছুই নাই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, মানুষ যদি মানুষকে শ্রদ্ধা করে, সে শুধু চরিত্রের জন্য। অন্য কোনো কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত হয় না। জগতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাদের গৌরবের মূল এই চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক, এ কথার অর্থ এই নয় যে, তুমি শুধু লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কর। তুমি পরদুঃখকাতর, ন্যায়বান এবং মানুষের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয়– চরিত্রবান মানে এই।

১৫. বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্যের দিকে একটু ভাল করে দেখলে সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তার দুটি রূপ। এক রূপে সে ধুলি-মলিন পৃথিবীর উর্ধ্বে উঠে স্বর্গের সন্ধান করে, তার চরণ কখনো ধরার মাটি স্পর্শ করে না– এইখানে সে স্বপন-বিহারী। আর এক রূপে সে সেই মাটির পৃথিবীকে অপার মমতায় আঁকড়ে ধরে থাকে—এইখানে সে মাটির দুলাল।

১৬. সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা। বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার, তারই চরণে নিবেদিপ্রাণ। ব্যক্তিগত অহংকার, পারিবারিক অহঙ্কার, জাতিগত অহঙ্কার-এ সবের নিশান উড়ানোই এদের কাজ। মাঝে মাঝে মানব-প্রেমের কথাও তারা বলে। কিন্তু তাতে নেশা ধরে না, মনে হয় আন্তরিকতাশূন্য উপলব্ধিহীন বুলি।

CamScanner

সারমর্ম

১. অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা।
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই–প্রীতি নেই–করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি,
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

২. আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত ; একে একে হয় জড়ো,
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।
তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

৩. এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা ; এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে–
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি, তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে
পথকুক্কুরের মত সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার;
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার মনে মনে ॥

৪. কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টের করব মোরা পরিহাস।
রিক্ত যারা সর্বহারা, সর্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
আমরা সুখের স্ফীত বুকের ছায়ার তলে নাহি চরি।
আমরা দুঃখের বক্রমুখের চক্র দেখে ভয় না করি।
ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য,
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ভিন্ন করব নীলাকাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস–

৫. তরুতলে বসি পান্থ শ্রান্তি করে দূর
ফল আস্বাদনে পায় আনন্দ প্রচুর।
বিদায়ের কালে হাতে ডাল ভেঙ্গে লয়,
তরু তবু অকাতর— কিছু নাহি কয়।
দুর্লভ মানব জন্ম পেয়েছ যখন,
তরুর আদর্শ কর জীবনে গ্রহণ,
পরার্থে আপন সুখ দিয়া বিসর্জন,
তুমিও হওগো ধন্য তরুর মতন।
জড় ভেবে তাহাদের করিও না ভুল,
তুলনায় বড় তারা মহত্ত্বে অতুল।

৬. দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর—
লও যত লৌহ লোষ্ট্র, কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন, পুণ্যচ্ছায়ারাশি
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান—
নীবার-ধান্যের মুষ্টি, বল্কল-বসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচনা
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণ পিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব—
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,
পরানে স্পর্শিতে চাই ছিঁড়িয়া বন্ধন,
অনন্ত এ জগতের হৃদয়স্পন্দন।

৭. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি— চারি দিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের- হিজলের-অশ্বথের করে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙ্গা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
দেখেছিল; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা-দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া আছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বথ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল, —একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

৮. যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে।
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোন মতে।
যে জাতি চলে না কভু তারি পথ পরে
তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতায় চরণ না সরে। **[DU-B: 2021-22]**

৯. শৈশবে সদুপদেশ যাহার না রোচে,
জীবনে তাহার কভু মূর্খতা না ঘোচে।
চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে বৈশাখে,
কবে সেই হৈমন্তিক ধান্য পেয়ে থাকে?
সময় ছাড়িয়া দিয়া করে পণ্ডশ্রম,
ফল হে সেও অতি নির্বোধ অধম।
খেয়াতরী চলে গেলে বসে থাকে তীরে,
কিসে পার হবে তারা না আসিলে ফিরে–

১০. সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালোবেসে—
জানি নে তোর ধন-রতন আছে কিনা রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে—
কোন্ বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠেরে চাঁদ এমন হাসি হেসে—
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ওই আলোতেই নয়ন মেলে মুদব নয়ন শেষে—

১১. সিন্ধুতীরে খেলে শিশু বালি নিয়ে খেলা
রচি গৃহ, হাসি-মুখে ফিরে সন্ধ্যাবেলা
জননীর অঙ্কোপরে! প্রাতে ফিরে আসি
হেরে— তার গৃহখানি কোথা গেছে ভাসি।
আবার গড়িতে বসে— সেই তার খেলা,
ভাঙ্গা আর গড়া নিয়ে কাটে তার বেলা।
এই যে খেলা— হায়, আর আছে কিছু মানে?
যে জন খেলায় খেলা সেই বুঝি জানে।

CamScanner

৪৭.	সে বড়ো মনোকষ্টে আছে।	সে বড়ো মনঃকষ্টে আছে।
৪৮.	তিনি মৌন হইয়া রহিলেন।	তিনি মৌনী হইয়া রহিলেন।
৪৯.	মেয়েটি বিদ্বান কিন্তু ঝগড়াটে।	মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে।
৫০.	আমার আর বাঁচার স্বাদ নাই।	আমার আর বাঁচার সাধ নাই।
৫১.	বঙ্কিমচন্দ্রের ভয়ঙ্কর প্রতিভা ছিল।	বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভা ছিল।
৫২.	দারিদ্রতাকে জয় করতে তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট।	দারিদ্র্য জয় করতে তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট।
৫৩.	কথা সঠিক নয়।	তার কথা ঠিক নয়।
৫৪.	তার বৈমাত্রেয় সহোদর ডাক্তার।	তার বৈমাত্রেয় ভাই ডাক্তার।
৫৫.	কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় শিং।	কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কৈ।
৫৬.	ছেলেটি বংশের মাথায় চুনকালি দিল।	ছেলেটি বংশের মুখে চুনকালি দিল।
৫৭.	আমৃত্যু পর্যন্ত দেশের সেবা করে যাব।	আমৃত্যু দেশের সেবা করে যাব।
৫৮.	বিরাট গরু-ছাগলের হাট।	গরু-ছাগলের বিরাট হাট।
৫৯.	মহারাজা সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।	মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।
৬০.	চণ্ডিদাস মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।	চণ্ডীদাস মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি।
৬১.	ইহা প্রমাণ হইয়াছে।	ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।
৬২.	তাহার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি।	তার সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।
৬৩.	কারো দৈন্যতা নিয়ে উপহাস করো না।	কারো দীনতা/দৈন্য নিয়ে উপহাস করো না।
৬৪.	নতুন নতুন ছেলেগুলো কলেজে বড় উৎপাত করছে।	নতুন ছেলেগুলো কলেজে উৎপাত শুরু করেছে।
৬৫.	বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ কোটি।	বিশ্বে বাংলা ভাষীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ কোটি।
৬৬.	অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্ত ক্ষেপ অনুচিত।	আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অনুচিত।
৬৭.	পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণীয়মান।	পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান।
৬৮.	অল্পদিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য হলেন।	অল্পদিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।
৬৯.	ছেলেটি দুর্দান্ত মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
৭০.	কন্যার বাপ সবুর করিতে পারতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করতে চাহিলেন না।	কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।
৭১.	অধ্যায়নই ছাত্রদের তপস্যা।	অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।
৭২.	সবিনয়পূর্বক নিবেদন।	সবিনয়ে নিবেদন। বা, বিনয়পূর্বক নিবেদন।
৭৩.	অদ্য একটি সভার মহতী অধিবেশন হইবে।	অদ্য একটি মহতী সভার অধিবেশন হইবে।
৭৪.	অত্র স্থানের সকলেই ভাল আছে।	এ স্থানের সকলেই ভালো আছেন।
৭৫.	অস্তমান সূর্যের দিকে চাহিয়া দেখ।	অস্তায়মান সূর্যের দিকে চাহিয়া দেখ।
৭৬.	সাতিশয় দুঃখ হইল।	অতিশয় দুঃখ হইল।
৭৭.	অসহনীয় ব্যথায় তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন।	অসহ্য ব্যথায় তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন।
৭৮.	অভাবগ্রস্থ ছাত্রটি তার দূরাবস্থার কথা বর্ণনা করলো।	অভাবগ্রস্ত ছাত্রটি তার দুরবস্থার কথা বর্ণনা করলো। [DU:C-2021-22]
৭৯.	আজকাল কাহারো ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না।	আজকাল কাহারো ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না।
৮০.	আজকের সন্ধ্যা বড়ই মনমুগ্ধকর।	আজকের সন্ধ্যা বড়ই মনোমুগ্ধকর।
৮১.	আবার যাইতে হলে অন্যত্র চলিয়া যাবেন।	আবার যেতে হলে অন্যত্র চলে যাবেন।
৮২.	আমার টাকার আবশ্যক নাই।	আমার টাকার আবশ্যকতা নাই।
৮৩.	আমি অপমান হইয়াছি।	আমি অপমাণিত হইয়াছি।
৮৪.	আমি ও চাচা ঢাকা গিয়াছিলেন।	আমি ও চাচা ঢাকা গিয়াছিলাম।
৮৫.	আমি তাহার সাক্ষাৎ পাই নাই।	আমি তাহার সাক্ষাৎকার পাই নাই।
৮৬.	আমি গীতাঞ্জলী পড়িয়াছি।	আমি গীতাঞ্জলি পড়িয়াছি।
৮৭.	আমি জোড় করে নিবেদন করিতেছি।	আমি যুক্ত করে নিবেদন করিতেছি।
৮৮.	আশা করি ভাল আছ তুমি।	আশা করি তুমি ভাল আছ।
৮৯.	ইতিমধ্যে তিনি আসিয়া পড়িবেন।	ইতোমধ্যে তিনি আসিয়া পড়িবেন।
৯০.	উন্নতির মূল চাবিকাঠি হইল সশ্রম।	উন্নতির মূল চাবিকাঠি হইল পরিশ্রম।
৯১.	এ দায়িত্ত আমাকে দিও না।	এ দায়িত্ব আমাকে দিয়ো না।
৯২.	এই কথা শুনিয়া সে অত্যন্ত আশ্চর্য হইল।	এই কথা শুনিয়া সে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইল।
৯৩.	এক নম্বর স্বাক্ষী মিথ্যা স্বাক্ষী দিয়েছে।	এক নম্বর সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।
৯৪.	একটা গোপন কথা বা পরামর্শ শোন।	একটা গোপনীয় কথা বা পরামর্শ শোন।
৯৫.	কারো প্রতি কটূক্তি করা উচিৎ নয়।	কারো প্রতি কটূক্তি করা উচিত নয়।
৯৬.	খবরের কাগজ চিন দেশে সর্বপ্রথম উৎপন্ন হয়।	খবরের কাগজ চীন দেশে সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়।
৯৭.	গৃহীতা অনেক আছে, কিন্তু যোগতা নাই।	গ্রহীতা অনেক আছে, কিন্তু যোগ্যতা নাই।
৯৮.	জ্যোৎস্নারাত দেখতে বড়ই মাধুর্যময়।	জ্যোৎস্না-রাত দেখতে বড়ই মধুর বা মধুময়।
৯৯.	ণিজন্ত ধাতুর উত্তর ণিন্ প্রত্যয় যুক্ত হয়।	ণিজন্ত ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় যুক্ত হয়।
১০০.	তাহার মত নিরহঙ্কারী মানুষ আর দেখি নাই।	তাহার মত নিরহংকার মানুষ আর দেখি নাই।
১০১.	তাহার চেষ্টা নিষ্ফল হলো।	তাহার চেষ্টা নিষ্ফল হইল।
১০২.	তাহার নির্দোষ প্রমাণ করিতে যাইও না।	তাহাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে যাইও না।
১০৩.	তিনি এক শ্বেতাঙ্গিনী বিবাহ করিয়াছে।	তিনি এক শ্বেতাঙ্গী বিবাহ করিয়াছেন।
১০৪.	দারিদ্রকে দয়া কর।	দরিদ্রকে দয়া কর।
১০৫.	দেবী অন্তর্ধান হইয়াছেন।	দেবী অন্তর্হিত হইয়াছেন।
১০৬.	নীরিহ লোকই সবচেয়ে বেশি মার খায়।	নিরীহ লোকই সবচেয়ে বেশি মার খায়।
১০৭.	নূরজাহান পরম সুন্দরী ছিলেন।	নূরজাহান পরমা সুন্দরী ছিলেন।
১০৮.	পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা স্বাস্থ্যের জন্য ভাল।	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা স্বাস্থ্যের জন্য ভাল।
১০৯.	বঙ্কিমচন্দ্রের ভয়ঙ্কর প্রতিভা ছিল।	বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভা ছিল।

CamScanner

১১০.	বুনো কঁচু বাঘা তেঁতুল।	বুনে ওল, বাঘা তেঁতুল।
১১১.	ভুল লিখতে ভুল করিও না।	ভুল লিখতে ভুল করিও না।
১১২.	মুমুর্ষ ব্যক্তির প্রতি সকলেই সহানুভুতিশীল।	মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রতি সকলেই সহানুভূতিশীল।
১১৩.	রোগের বৃদ্ধি পাইয়াছে।	রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।
১১৪.	রূপসীগণেরা রূপের মোহে অন্ধ।	রূপসীগণ রূপের মোহে অন্ধ।
১১৫.	শশীভূষন আসে নাই	শশিভূষণ আসে নাই।
১১৬.	শ্বশানঘাটে আমরা শব পোড়াব।	শ্মশানঘাটে আমরা মরা পোড়াব।
১১৭.	সব কাজ সবার দ্বারা সম্ভব নয়।	সব কাজ সবার দ্বারা সম্ভবপর নয়।
১১৮.	সারাজীবন ভূতের মজুরি খেটে গেলাম।	সারাজীবন ভূতের বেগার খেটে গেলাম।
১১৯.	স্কুলের প্রধান শিক্ষক পুরস্কার বিতরণ করবেন।	স্কুলের প্রধান শিক্ষক পুরস্কার বিতরণ করবেন।
১২০.	সে এই মোকদ্দমায় সাক্ষী দিয়েছে।	সে এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়েছে।
১২১.	সকল বালিকাগণ বাগানে গেল।	সকল বালিকা বাগানে গেল।
১২২.	আমার কথাই শেষে সত্য প্রমাণ হল।	আমার কথাই শেষে সত্য প্রমাণিত হলো।
১২৩.	সকল দর্শকমন্ডলীকে সাগত জানাই।	দর্শকমণ্ডলীকে স্বাগত জানাই।
১২৪.	যাবতীয় প্রাণীবৃন্দ এই গ্রহের বাসিন্দা।	যাবতীয় প্রাণী এই গ্রহের বাসিন্দা।
১২৫.	তিনি যেমন বিদ্যান, তেমনি ব্যবহার বিনয়ী।	তিনি যেমন বিদ্বান, তেমনই বিনয়ী।
১২৬.	তোমার উজ্জল ভবিষ্যৎ কামনা করি।	তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।
১২৭.	সর্ববিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করবে।	সব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করবে।
১২৮.	সংসার সুখের হয় রমনির গুনে।	সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।
১২৯.	আগত শনিবারে তাহারা যাইবে।	আগামী শনিবারে তাহারা যাইবে।
১৩০.	তিনি তেলেবেগুণে রেগে উঠলেন।	তিনি তেলেবেগুণে জ্বলে উঠলেন।
১৩১.	মুখের খাদ্য কেড়ে নিয়ো না।	মুখের গ্রাস কেড়ে নিও না।
১৩২.	আগামীকাল ক্রিড়া প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হবে।	আগামীকাল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।
১৩৩.	ছাগীদুধ শরীরের জন্য উপকারী।	ছাগদুগ্ধ শরীরের জন্য উপকারী।
১৩৪.	বাহ্যিক দৃশ্যে ভুলো নারে মন।	বাহ্য দৃশ্যে ভুলো নারে মন।
১৩৫.	গ্রীষ্মকালে অত্যাধিক গরম পড়ে।	গ্রীষ্মকালে অত্যধিক গরম পড়ে।
১৩৬.	তুমি সম্পূর্ণ নির্দোষী নও।	তুমি সম্পূর্ণ নির্দোষ নও।
১৩৭.	তিনি শিরোপীড়ায় ভুগছেন।	তিনি শিরঃপীড়ায় ভুগছেন।
১৩৮.	সময় বড় সংক্ষেপ।	সময় খুব সংক্ষিপ্ত।
১৩৯.	যদিও তিনি সামর্থ্য কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণ করলেন না।	যদিও তিনি সমর্থ তবুও দায়িত্ব গ্রহণ করলেন না।
১৪০.	শীঘ্র আমাকে টাকা পাঠাও।	শীঘ্র আমার কাছে টাকা পাঠাও।
১৪১.	তিনি এই সমিতির অন্যতম একজন সদস্য।	তিনি এই সমিতির অন্যতম সদস্য।
১৪২.	তিনি আসামীর স্বপক্ষে স্বাক্ষী দিলেন।	তিনি আসামির পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন।
১৪৩.	আমার বড় দূরাবস্থা।	আমার বড় দুরবস্থা।
১৪৪.	একাজটি আমার পক্ষে সম্ভব নহে।	এ কাজ আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
১৪৫.	দুবাড়ির গিন্নির মধ্যে খুব সখ্যতা।	দুবাড়ির গিন্নির মধ্যে খুব সখ্য।
১৪৬.	দারিদ্রতা লজ্জার বিষয় নয়।	দরিদ্রতা লজ্জার বিষয় নয়।
১৪৭.	সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।	সলজ্জ হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।
১৪৮.	তার মতো কুশলী শিল্পী ইদানীং কালে বিরল।	তার মতো কুশলী শিল্পী ইদানীং বিরল।
১৪৯.	আমার অধীনস্থ এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্থ।	আমার অধীন এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্ত।
১৫০.	তার মত করিতকর্মী লোক হয় না।	তার মত করিতকর্মা লোক হয় না।
১৫১.	সে দলের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়।	সে দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়।
১৫২.	বিবাদমান দুটি দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।	বিবদমান দুটো দলের মধ্যে সংর্ঘষ হয়।
১৫৩.	সে কৌতুক করার কৌতুহল সম্ভরন করতে পারল না।	সে কৌতুক করার কৌভূহল সংবরণ করতে পারল না।
১৫৪.	মহারাজা সভাগ্রহে প্রবেশ করলেন।	মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন।
১৫৫.	তার কাজ করার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো।	তার কাজ করার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করবো।
১৫৬.	রাষ্ট্র প্রধানগণ আপাতত ঐক্যমত্যে পৌছলেন, তবু আগামীতে কি ঘটবে বলা যায় না।	রাষ্ট্র প্রধানগণ আপাতত ঐকমত্যে পৌছলেন, তবু ভবিষ্যতে কী ঘটবে বলা যায় না।
১৫৭.	অনন্যোপায়ী হইয়া আমি তোমার সরনাপন্ন হইলাম।	অনন্যোপায় হয়ে আমি তোমার শরণাপন্ন হলাম।
১৫৮.	আমি, তুমি, সে কাল জাতীয় সৃতিশৌধ দেখতে যাব।	আমরা কাল জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখতে যাব।
১৫৯.	তার জেষ্ঠপুত্র ও কনিষ্ট কন্যা বিদেশে গেছে।	তার জ্যেষ্ঠপুত্র ও কনিষ্ঠা কন্যা বিদেশে গেছে।
১৬০.	বিষয়টির বিষদ ব্যখ্যার প্রয়োজন নাই।	বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।
১৬১.	ইহা একটি মুক ও বদির প্রশিক্ষন কেন্দ্র।	এটি একটি মূক ও বধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
১৬২.	দারিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা	দারিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।
১৬৩.	অনেকে মুমুর্ষু, মুহুর্ত, তিরষ্কার, শুকর বানান লিখতে ভূল করেন।	অনেকে মুমূর্ষু, মুহূর্ত, তিরস্কার, শূকর বানান লিখতে ভুল করেন।
১৬৪.	বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়াতে।	বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে।
১৬৫.	পুরাণ চাল ভাতে বাড়ে।	পুরান চালে ভাতে বাড়ে।
১৬৬.	নত্ববিধান ও সত্ববিধান জানা থাকিলে বানান ভূল হবে না।	ণত্ব বিধান ও ষত্ব বিধান জানা থাকলে বানান ভুল হবে না।
১৬৭.	ইদানিংকালে অনেক মহিলাই ববকাট করেন।	ইদানীং অনেক মহিলাই চুলে ববকাট করেন।
১৬৮.	বিদ্রোহী কবির 'অগ্নিবিনা' পড়েছ কী?	বিদ্রোহী কবির 'অগ্নিবীণা' পড়েছ কী?
১৬৯.	আল মাহমুদ বাংলাদেশের অন্যতম অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।	আল মাহমুদ বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।
১৭০.	ষ্টেশন মাষ্টার তখন ষ্টেশনে ছিলেন না।	স্টেশন মাস্টার তখন স্টেশনে ছিলেন না।

CamScanner

১৭১.	বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ কোটি।	বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ কোটি।
১৭২.	বানান ভুল দোষনীয়।	বানান ভুল দূষণীয়।
১৭৩.	বিবিধ প্রকার দ্রব্য কিনলাম।	বিবিধ দ্রব্য কিনলাম।
১৭৪.	তার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে ব্যাথা পেয়েছি।	তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে ব্যথা পেয়েছি।
১৭৫.	বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।	বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।
১৭৬.	ইহা অপক্ব হাতের লেখা।	ইহা কাঁচা/অপরিপক্ব হাতের লেখা।
১৭৭.	রাঙামাটির পার্বতীয় এলাকা।	রাঙামাটি পার্বত্য এলাকা।
১৭৮.	ব্যধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।	ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।
১৭৯.	এ দোকানে খাঁটি সুন্দর বনের মধু পাওয়া যায়।	এ দোকানে সুন্দরবনের খাঁটি মধু পাওয়া যায়।
১৮০.	সাবধানপূর্বক চলবে।	সাবধানে চলবে।
১৮১.	অন্যান্য বিষয়গুলোর আলোচনা পরে হবে।	অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা পরে হবে।
১৮২.	তার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।	তার সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভাই অসুস্থ।
১৮৩.	তিনি আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভাষন দিবে।	তিনি আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভাষণ দিবেন।
১৮৪.	প্রায়ত কবিকে আমরা সবাই অশ্রুজলে বিদায় দিলাম।	প্রয়াত কবিকে আমরা চোখের জলে বিদায় দিলাম।
১৮৫.	তাহারা সবাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।	তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।
১৮৬.	শ্রাবণী অত্যান্ত বুদ্ধিমান মেয়ে।	শ্রাবণী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে।
১৮৭.	সব মাছগুলোর দাম কত?	মাছগুলোর দাম কত?
১৮৮.	উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।	উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
১৮৯.	মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমান।	মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী।
১৯০.	সব পাখিরা উড়ে গেল।	সব পাখি উড়ে গেল।
১৯১.	অধ্যক্ষ সাহেব স্বপরিবারে কক্সবাজারে বেড়াতে গেছেন।	অধ্যক্ষ সাহেব সপরিবারে কক্সবাজারে বেড়াতে গেছেন।
১৯২.	তাহারা মাঠে খেলা করছে।	তারা মাঠে খেলা করছে।
১৯৩.	দারিদ্রতা আমাদের অভিশাপ।	দরিদ্রতা আমাদের অভিশাপ।
১৯৪.	বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশ।	বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশ।
১৯৫.	সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই সশিক্ষিত।	সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।
১৯৬.	বাংলাদেশের সপক্ষে কি ভালো কি মন্দ, তাহা বাংলাদেশই ঠিক করবে।	বাংলাদেশের পক্ষে কী ভালো কী মন্দ তা বাংলাদেশই ঠিক করবে।
১৯৭.	ভাইয়ে ভাইয়ে দন্দ্ব করা ঠিক নয়।	ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব করা উচিত নয়।
১৯৮.	পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে দিন-রাত্রি সংঘটিত হয়।	পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে দিন-রাত্রি সংঘটিত হয়।
১৯৯.	তোমার কথাগুলো ভারী সোশিয়ালিষ্টিক।	তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিলিস্টিক।
২০০.	আমি তোমার ধর্মসঞ্চয়ের মুলীভুত কারণ।	আমি তোমার ধর্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ।
২০১.	বিনুদাদার ভাষা অত্যান্ত আট।	বিনুদাদার ভাষা অত্যন্ত আঁট।
২০২.	চিরকাল গলার শর আমার কাছে বড় সত্য।	চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড় সত্য।
২০৩.	ধান ভানতে শিবের গীত।	ধান ভানিতে শিবের গান।
২০৪.	আমি উপরোক্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারি না।	আমি উপর্যুক্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারি না।
২০৫.	আমার কর্নধার আমি।	আমার কর্ণধার আমি।
২০৬.	স্বল্পপ্রান স্থুলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপুর্ন।	স্বল্পপ্রাণ স্থুলবুদ্ধি ও জবরদস্তি প্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ।
২০৭.	যাকে বলা হয় গোপণ ও নিরব সাধনা তা বৃক্ষেই অভিব্যক্ত, নদীতে নয়।	যাকে বলা হয় গোপন ও নীরব সাধনা তা বৃক্ষেই অভিব্যক্ত নদীতে নয়।
২০৮.	আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ও ভাতে।	আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।
২০৯.	অক্ষির জলে বুক ভেসে গেল।	চোখের জলে বুক ভেসে গেল।
২১০.	অনুমতি ছাড়া কারখানায় ঢুকা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।	অনুমতি ছাড়া কারখানায় ঢুকা আইনত দণ্ডনীয়/আইনত অপরাধ।
২১১.	অন্য কোন উপায়ান্তর না দেখে তারা গুলি ছুড়তে লাগল।	অন্য কোন উপায় না দেখে তারা গুলি ছুড়তে লাগল।
২১২.	অভাবে চরিত্র নষ্ট।	অভাবে স্বভাব নষ্ট।
২১৩.	আইনানুসারে তিনি একাজ করতে পারেন না।	আইনত তিনি একাজ করতে পারেন না।
২১৪.	আজকাল বিদ্বান মেয়ের অভাব নাই।	আজকাল বিদুষী মেয়ের অভাব নেই।
২১৫.	আপনারাই প্রথম তাদেরকে সুস্বাগতম জানালেন।	আপনারাই প্রথম তাদের স্বাগত জানালেন।
২১৬.	আপনি তো গরিদেরকে সাহায্য করেন না।	আপনি তো গরিবদের/গরিবকে সাহায্য করনে না।
২১৭.	আবাল্য হতে তিনি কাব্য প্রিয়।	বাল্য হতেই তিনি কাব্য প্রিয়।
২১৮.	ধর্মের কল বাতাসেতে নড়ে।	ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।
২১৯.	মাতাহীন শিশুর কি দুঃখ।	মাতৃহীন শিশুর কী দুঃখ !
২২০.	তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ।	তাহার জীবন সংশয়াপূর্ণ।
২২১.	কস্ট অর্থ ক্লেস।	কষ্ট অর্থ ক্লেশ।
২২২.	তুমি কী ঢাকা যাবে !	তুমি কি ঢাকা যাবে?
২২৩.	মেয়েটি আজ শশুর-শাশুরির সাথে দেখা করবে।	মেয়েটি আজ শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে দেখা করবে।
২২৪.	দৈন্যতা সর্বদা মহত্তের পরিচায়ক নয়।	দৈন্য/দীনতা সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়।

সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ রচনা

১. ডিজিটাল বাংলাদেশ
২. কম্পিউটার
৩. ইন্টারনেট
৪. রোহিঙ্গা সংকট
৫. আমার জীবনের লক্ষ্য
৬. জাতীয় পতাকা
৭. শিশুশ্রম
৮. পথশিশু
৯. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
১০. মাতৃভাষা দিবস
১১. বিজয় দিবস
১২. স্বাধীনতা দিবস
১৩. গ্রাম্যমেলা
১৪. বৈশাখী মেলা
১৫. একুশের বইমেলা
১৬. লাইব্রেরি
১৭. ফেসবুক ও আমাদের সমাজ
১৮. ক্রিকেট বিশ্বে বাংলাদেশ
১৯. শ্রমের মর্যাদা
২০. বর্ষণমুখর একটি দিন
২১. শীতের সকাল
২২. আমার প্রিয় কবি
২৩. বই পড়ার আনন্দ
২৪. নারীশিক্ষা
২৫. যানজট
২৬. গণতন্ত্র
২৭. যৌতুক প্রথা
২৮. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন
২৯. কোভিড-১৯/করোনা অতিমারী
৩০. দেশভ্রমণ
৩১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
৩২. গ্রিনহাউজ ইফেক্ট

CamScanner

অনুবাদঃ রাস্তাগুলো আমার বাড়ি। আমি ময়লা কুড়াতাম এবং সেগুলো বিক্রি করতাম। আমার একটা মারাত্মক সংক্রমণ হওয়ার পর ডাক্তার আমাকে ময়লার ভাগাড় থেকে দূরে থাকতে বলে এবং এরপর থেকে আমি ময়লা কুড়ানো বন্ধ করে দি। এক সময় আমি একজন আইসক্রিম দোকানের মালিকের অধীনে কাজ করতাম এবং সমুদ্র সৈকতে আইসক্রিম বিক্রি করতাম। কিন্তু, বিনিময়ে আমি কোন টাকা পেতাম না। দোকানের মালিক আমাকে খাওয়ার জন্য কিছু খাবার দিত এবং রাতে তার কুটিরে ঘুমাতে দিত। কাজটি কষ্টকর এবং যন্ত্রণাদায়ক ছিল। আইসক্রিমের বাক্স যখন ভরা থাকে তখন এটা খুবই ভারী হয়। আমাকে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করতে হত এবং যারা কিনতে চায়ত তাদের আইসক্রিম বিক্রি করতে হত। এমনও দিন গিয়েছে যখন আমি একটিও আইসক্রিম বিক্রি করতে পারিনি।

6. My five years old daughter Mini cannot live without chattering. She spent only a year to learn her tongue and since then has not wasted a minute in silence. Her mother often vexed at this and would stop her prattle, but I would not. To See Mini quiet is unnatural and I cannot bear it long. And so, my own talk with her is always lively.

অনুবাদ : আমার পাঁচ বছরের মেয়ে মিনি বকবক করা ছাড়া একদম থাকতেই পারে না। ভাষা শিখতে ও মাত্র একবছর সময় নিয়েছে এবং তখন থেকে ও নীরব হয়ে এক মিনিটও অপচয় করে না। এতে ওর মা বিরক্ত হয় এবং ওর বকবকানি থামাতে চেষ্টা করে, কিন্তু আমি করি না। ওর চুপ থাকাটা দেখতে খুব অস্বাভাবিক লাগে, আর আমি এটা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারি না। আর এজন্যই ওর সাথে আমার কথোপকথন সর্বদা প্রাণোচ্ছল হয়।

7. I continue my letter. It is night, everybody is asleep. I am sitting up late writing to you, before the window. The garden is full of fragrance. The air warm.

অনুবাদ : আমি চিঠি লিখছি। এখন রাত, সবাই নিদ্রাচ্ছন্ন। রাত জেগে জানালার পাশে বসে তোমার কাছে লিখছি। বাগান সুগন্ধে ভরপুর। বাতাসে উষ্ণতা।

8. Smoking is very harmful. It is expensive too. It pollutes the environment. Those who smoke cannot live long. So, everyone should give up smoking.

অনুবাদ : ধুমপান খুব ক্ষতিকর। সেই সঙ্গে ব্যয় বহুলও। এটি পরিবেশকে দূষিত করে। যাঁরা ধূমপান করেন তারা বেশি দিন বাঁচতে পারেন না। তাই প্রত্যেকেরই ধূমপান ত্যাগ করা উচিত।

9. Cleanliness is a virtue. It is the habit of keeping the body and all other things free from dirties. Without a clean body one cannot have a pure mind. Cleanliness keeps health sound. It is also mark of politeness. Good health keeps mind sound.

অনুবাদ : পরিচ্ছন্নতা একটি গুণ। শরীর ও অন্য সবকিছু ময়লামুক্ত রাখার একটি অভ্যাস এটি। বিশুদ্ধ মনের জন্য চাই পরিচ্ছন্ন দেহ। পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্য রক্ষা করে। এটা বিনয়ের ও লক্ষণ। ভাল স্বাস্থ্য মনকে প্রফুল্ল রাখে।

10. In this life there are no gains without pains. Life indeed, would be dull if there were no difficulties. Games lose their interest, if there is no struggle and if the result is a foregone conclusion. Both winner and loser enjoy a game most if it is closely contested to the last.

অনুবাদ : কষ্ট ছাড়া এ জীবনে কিছুই অর্জিত হয় না। বস্তুত, বাধা-বিঘ্নতা না থাকলে জীবন নিরানন্দ হয়ে পড়ত। খেলায় যদি প্রতিযোগিতা না থাকে আর তার ফলাফল পূর্ব নির্ধারিত হয়, তবে সে খেলা তার মজা হারিয়ে ফেলে। খেলায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হলে বিজয়ী এবং বিজিত উভয়েই তা দারুণ উপভোগ করে।

11. When Cursoe woke up next morning the sea was quiet and sky was clean and blue. The ship lay less than half a mile from the shore. He wished he could reach the ship's side as he had no food and no clothing with him; so he swam out it and got into the ship's cabin through a hole in the side.

অনুবাদ : পরদিন সকালে যখন ক্রুসোর ঘুম ভাঙল সমুদ্র শান্ত, আকাশ নীল এবং মেঘমুক্ত ছিল। জাহাজ তটভূমির আধ মাইলের কম দূরে রয়েছে। সে জাহাজের কাছে যেতে চাইল। কারণ খাবার বা পোশাক কিছুই তার কাছে ছিল না। সে সাঁতার দিয়ে জাহাজের একটি গর্তের মধ্য দিয়ে কেবিনে প্রবেশ করে।

12. Liberation war is an important event in our national life. The valiant sons of Bengal liberated our country sacrificing their lives. So the freedom fighters are our pride. Their memory will remain immortal in our history.

অনুবাদ : মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাংলার সাহসী সন্তানেরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দেশ স্বাধীন করেছে। তাই মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের গর্ব। তাদের স্মৃতি ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

13. The Japanese are industrious. Japan is not rich in natural Resources. The educated and skilled manpower are her great asset. Japan has developed only with the help of labour. Japan is a role model for a country like ours.

অনুবাদ : জাপানিরা পরিশ্রমী। জাপান প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে ধনী নয়। শিক্ষিত ও দক্ষ জনগোষ্ঠী তার বড় সম্পদ। কেবল পরিশ্রমের মাধ্যমে জাপান উন্নতি করছে। জাপান আমাদের মত দেশের জন্য একটি রুল মডেল।

14. It was the last day of Ashar. The sky was covered with cloud. It was about to rain. It was dark all around. The passer-by was looking at the sky again and again.

অনুবাদ : আষাঢ়ের শেষ দিন । আকাশ মেঘে ঢাকা বৃষ্টি পড়ে পড়ে। চারদিক অন্ধকার । পথিক বার বার আকাশের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

15. I went to my village home a few days ago. Then it was rainy season. Roads and streets almost went under water because of heavy rainfall. I had to suffer much hardship to reach home. But I forgot all the troubles of the road after I had reached home.

অনুবাদ : কিছুদিন আগে আমি গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলাম। তখন ছিল বর্ষাকাল। প্রবল বর্ষায় পথ ঘাট ডুবে গিয়েছিলো। বাড়িতে পৌঁছতে খুব কষ্ট হয়েছিলো। কিন্তু পৌঁছানোর পর পথের সব কষ্ট ভুলে গিয়েছিলাম।

16. The working class people are the main asset of Bangladesh. The Farmers of this country are producing food for us. The labours are earning foreign exchange by working in different countries of the world. Educated people are not doing anything significant for the country. The working class people have kept the country alive.

অনুবাদ : শ্রমজীবী মানুষেরাই বাংলাদেশের প্রধান সম্পদ। এদেশের কৃষকেরা আমাদের জন্য খাদ্য উৎপাদন করছে। শ্রমিকেরা বিভিন্ন দেশে কাজ করে বৈদিশিক মুদ্রা অর্জন করছে। শিক্ষিত মানুষেরা দেশের জন্য তেমন কিছু করছে না। এদেশকে বাঁচিয়ে রাখছে শ্রমজীবী মানুষেরাই ।

17. There is no life without hope. There lies some hope in everybody's life. Someone wants to be a doctor, someone wants to be an engineer. Again, some others want to be high officials. However, most of the people wish to be rich. Many people adopt unfair means to become rich suddenly.

অনুবাদ : আশাবিহীন জীবন নেই। সবারই জীবনে কোন না কোন আশা থাকে। কেউ ডাক্তার হতে চায়। কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, আবার কেউ বড় কর্মকর্তা হতে চায়। তবে বেশির ভাগেরই ইচ্ছা ধনী হওয়া। হঠাৎ করেই ধনী হবার জন্য আজকাল অনেকেই অসৎ পথ অবলম্বন করে।

CamScanner